মহাভারত-সার।

মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষক

শ্রীনিবারণ চন্দ্র পাল

প্রণীত।

মেদিনীপুরহিতৈষী প্রেসে মুদ্রিত।

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩৩৫ সাল—আশ্বিন।

মূল্য দশ আনা।

স্বত্ব সংরক্ষিত।

নিবেদন।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত বহু ধর্ম্মোদেশপূর্ণ সুবৃহৎ পুণ্যগ্রন্থ। তাহার স্থূল বিবরণ ও যথাসম্ভব উপদেশাবলী সংগ্রহ পূর্ব্বক কবিতায় গ্রথিত করিয়া 'মহাভারত-সার' নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম। পুস্তকখানি যাহাতে বালক বালিকাগণেরও পাঠোপযোগী হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

রচনার সময় আমার সহকর্ম্মী ও অন্যান্য সুহৃদ্‌গণ বহু উপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তক মধ্যে যদি কিছু ভাল জিনিষ থাকে, তাহা তাঁহাদেরই অর্পিত। পরিশেষে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, মেদিনীপুর-হিতৈষী পত্রের সম্পাদক, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের ভগবান্ ও আত্মিক-জগৎ প্রভৃতি বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রণেতা উন্নতমনাঃ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ মহাশয় পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আদ্যো-

পাস্ত্ত সংশোধন করিয়া ও মুদ্রণের প্রুফ্‌ দেখিয়া দিয়াছেন ; এবং স্বল্পমূল্যে মুদ্রিত করিয়া অঙ্গ সৌষ্ঠবের জন্য তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ পুস্তকের দুইখানি উৎকৃষ্ট ছবিও প্রদান করিয়াছেন। অন্য ছবিগুলিও তাঁহার চেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছে। আমার মত দীনের পক্ষে তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। নিবেদন ইতি।

বিনীত

শ্রীনিবারণচন্দ্র পাল।
গ্রাম চূণপাড়া,
পোষ্ট জগারডাঙ্গা,
জেলা মেদিনীপুর।

সূচিপত্র।

[শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা লীলা । শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ । ৩৩৬ পৃষ্ঠা ।

মহাভারত সার।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ

নারায়ণ নরোত্তম নরলীলাময়,
দেবী সরস্বতী বন্দি' উচ্চারিবে জয়।

প্রস্তাবনা।

চন্দ্রকুলাখ্যান অমৃত-সমান,
শ্রীমহাভারতে রয়,
বেদব্যাস ঋষি সে সুধাসাগর
ধ্যানে যোগে বিরচয়।
মক্ষিকার সম আমি হীনতম,
তবু আশা করি মনে,

পূজিব তাহার তুলি' কিছু সার
সযতনে যত জনে।
অমৃতের হ্রদে পড়িলে মক্ষীও
গলেনাক কদাচন,
কিছু সুধাসার শরীরে তাহার
হ'য়ে থাকে বিলেপন।
সেরূপে আমিও সে সাগরে পড়ি'
তুলিতে পেরেছি যাহা,
শ্রদ্ধা সহকারে সকলের করে
নিবেদিনু আজি তাহা।
করুণা করিয়া ত্রুটি না হেরিয়া
এ নৈবেদ্য নিলে মোর,
সফল হইল সাধনা, ভাবিয়া
হরষে হইব ভোর।

কথারম্ভ

এক ভগবান্ সৃজনে পালনে
বিনাশে নিয়োজি' মন,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর-রূপে
ত্রিভাগে বিভক্ত হন।
ব্রহ্মার তনয় মহর্ষি মরীচি
'কশ্যপ' তাঁহার সুত,"
কশ্যপ হইতে লভিলা জনম
'সূর্য্য' সুবিক্রমযুত।
সূর্য্য-অঙ্গজনু 'বৈবস্বত মনু'
মনুর তনয়া 'ইলা',
* চন্দ্রের তনয় 'বুধ' মহোদয়
সে ইলারে বিবাহিলা।
'পুরুরবা' নামে বুধের কুমার
ইলার জঠরে জাত,

চন্দ্র ব্রহ্মার মানস পুত্র অত্রিমুনির নেত্রজল হইতে উৎপন্ন

উর্ব্বশী উদরে হ'ল তাঁর সুত
'আয়ু' নামে তিনি খ্যাত।
আয়ুর তনয় নহুষ ভূপতি
(১) ইন্দ্রপদ লাভ ক'রে,
অগস্ত্যের শাপে সর্প-যোনি পেয়ে
পড়িলা ধরণী' পরে।
দ্বৈতবন-মাঝে বাস করিবারে
কহিলা তাঁহারে মুনি,
"আসিবে স্বরগে যুধিষ্ঠির-মুখে
ধরম-আলাপ শুনি'।"

(১) একদা দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মবধপাপে লিপ্ত হইয়া ভীত চকিত-ভাবে গুপ্তবাস করিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে মহাপুণ্যশালী নহুষ দেবতা ও ঋষিগণের আদেশে ও অনুরোধে দেবরাজ-পদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু ইন্দ্রত্ব লাভে বিকৃতবুদ্ধি হইয়া পাপাচারে প্রবৃত্ত হন। মুনিদিগকে বাহক করিয়া তাহাদের স্কন্ধে শিবিকারোহণ করিতে লাগিলেন। একদা মহর্ষি অগস্ত্য শিবিকা বহন করিতে গিয়া পদাহত হইলেন। অগস্ত্যের শাপে নহুষ সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়া দ্বৈতবনে বাস করিতে থাকেন। দ্বাপর যুগে একদা পাণ্ডবদিগের বনবাস কালে ভীমকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়া যুধিষ্ঠিরের মুখে ধর্ম্মালাপ শুনিয়া শাপ মুক্ত হন।

নহুষ-নন্দন 'যযাতি' নৃপতি
যযাতির সুত 'পুরু'
জরা-বিনিময়ে প্রদানি' যৌবন
তুষেছিলা মহাগুরু। *
পুরুর পরেতে প্রবীর, মনস্যু
অনাবৃষ্টি, মতিনার,
তংসু, ঈলিন, (১) দুষ্মন্ত, ভরত,
ভূমন্যু, সুহোত্র আর;
(২) হস্তী, অজমীঢ়, (৩) সম্বরণ, কুরু,
জন্মেজয়, ধৃতরাষ্ট্র,
প্রতীপ, শান্তনু, জন্মি' শশি-কুলে
ক্রমে সুশাসিলা রাষ্ট্র।

---

* মহাগুরু = পিতা।
পুরু যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র। বৃষপর্ব্বা নামক দৈত্য রাজার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মিয়া ছিলেন। পিতার বার্দ্ধক্য গ্রহণ করিয়া অকাতরে তাঁহাকে নিজের যৌবন প্রদান করিয়া ছিলেন।

(১) দুষ্মন্ত, কণ্বমুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। ভরত শকুন্তলার গর্ভজাত।

(২) হস্তী নামক এই রাজা, হস্তিনাপুরী নগরী স্থাপন করেন।

(৩) রাজা সম্বরণ, সূর্য্যকন্যা তপতীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন কুরু সেই তপতীর গর্ভে জন্মেন।

বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনীরে হরি'
অষ্টবসু করে পাপ,
মনুষ্য হইয়া জন্মিবে ভূতলে
মুনি দিলা হেন শাপ।
সেই বসুগণে করিতে উদ্ধার
গঙ্গা নারীরূপ ধরি'
রাজপুরী-মাঝে আসিলা হরষে
শান্তনু ভূপেরে বরি'।
সে গঙ্গা-জঠরে লভিয়া জনম
দেবব্রত বীরবর,
বহুবিধ গুণে উজলিয়া ছিলা
শান্তনু ভূপের ঘর।

দেবব্রতের ভীষ্মনাম প্রাপ্তি।

'সত্যবতী' নামে দাসরাজ-সুতা
ছিল অতি রূপবতী,
তাবে নিরখিয়া শান্তনু নৃপের
বিবাহিতে হয় মতি।
দাসরাজ-পাশে যাইয়া ভূপতি
মরমের কথা কন,
তাহা শুনি' পরে দাস-নরপতি
করিল এ নিবেদন,—
"দৌহিত্রই মম রাজ্য পাবে তব
কর যদি এ বিধান,
তাহ'লে ত আমি দুহিতা দানিতে
করিবনা কভু আন।"
নিরাশ হইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া
বিষাদিত ভাবে র'ন,
দেবব্রত জ্ঞানী জানিলেন পরে
বিষাদের সে কারণ।

পিতার বিষাদ ঘুচাবার তরে
কামনা করিয়া মনে,
আপনি যাইয়া করিলেন দেখা
দাস-ভূপতির সনে।
কহিলা তাহায় "তব সুতা দাও
মম জনকের করে,
তব দৌহিত্রই পাবে রাজাসন
লবনাক আমি পরে।"
এ কথা শুনিয়া দাস নরপতি
কহিতে লাগিল তাঁরে,
"তাহ'লে কুমার তব সুতগণ
দাবী ত করিতে পারে।"
দেবব্রত তবে শপথ করিয়া
কহিতে লাগিলা তায়,
"এ জীবনে আমি গ্রহিবনা দার
শুন দাস নররায়।
জনকের প্রীতি জনমে যাহাতে
হেন কাজ সাধিবারে,
বিবাহ কিছার! সকলি ত পারি
অনায়াসে ত্যজিবারে।

দেবব্রতের প্রতিজ্ঞা

INDIAN ART SCHOOL

মানব জনম করিয়া গ্রহণ
পিতারে তুষেনা যেই,
এ ধরণী-তলে পশু সনে তার
কোন ত প্রভেদ নেই।
পিতার সেবাই পুণ্যতম কাজ
সদা সুধীগণে কন,
পিতা প্রীত হ'লে যত দেবতাই
অতি পুলকিত হন।
দেবপূজাধিক প্রীতি পাব মনে
পিতা প্রীত হন যদি,
যত দেবতার সারাংশের সার
ভাবি তারে নিরবধি।
বিমাতৃ-জঠরে জনমিবে যারা
বাসিব প্রাণের মত,
হিতার্থে তাদের করিব নিয়োগ
দেহ-মনোবল যত।
পিতার বামেতে তব দুহিতায়
বসাইব সযতনে,
প্রতিজ্ঞা পালনে কর আশীর্ব্বাদ
আমারে সরল মনে।"

চমকিত হ'য়ে দাস-নরপতি
কহিলা তখন তাঁয়,
"তোমার সদৃশ পিতৃভক্ত সুত
কখনো না দেখা যায়।
তব পণ শুনি' বুঝিনু, তুমি ত
সাধারণ সম নও,
প্রতিজ্ঞা পালিয়া সুযশ লভিয়া
চিরজীবী হ'য়ে রও।"
পরে দাসরাজ সাজায়ে সুতায়
প্রেরিলে রাজার ঘরে,
বিবাহ-করম সাধিতে চাহিলা
দেবব্রত ত্বরা ক'রে।
শান্তনু তাঁহারে কহিলা সাদরে
"ত্যজ অভিলাষ হেন,
আমার কারণে সংসারের সুখে
জলাঞ্জলি দিবে কেন?"
দেবব্রত ইহা শ্রবণ করিয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে ক'ন,
"ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে যাপিব জীবন
টলিবেনা মম পণ।

যে প্রতিজ্ঞা পিতঃ! করিয়াছি আগে
দাস-ভূপতির পাশে,
অবশ্যই তাহা করিব পালন
কহিনু সরল ভাষে।
পশ্চিম গগনে সূর্য্যদেব যদি
কখনো উদিত হয়,
মেরু উঠে কাঁপি' অনল কদাপি
হয় শীতলতাময়;
শিখরে শিলায় শতদল যদি
বিকশিত হয় কভু,
জানিবেন পিতঃ! নড়িবেনা মোর
এ পণ কখনো তবু।
প্রতিজ্ঞা পালিয়া সত্য হ'তে যেন
মুকতি লভিতে পারি,
এই শুভাশীষ করুন সেবকে
মুছিয়া নয়ন বারি।"
যাবত জীবন ব্রহ্মচারী রব
করি' এ কঠোর পণ,
সত্যবতী সহ পিতার বিবাহ
করিলেন সমাপন।

এহেন ভীষণ পণের কারণ
"ভীষ্ম" নাম তিনি পান,
পিতৃভক্ত অতি ছিলা মহামতি
অবিরত ন্যায়বান্।
পরিতুষ্ট হ'য়ে শান্তনু ভূপতি
এই বর দিলা তাঁরে,
"ইচ্ছায় মরণ হইবে তোমার
আমার কথানুসারে!"

চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম এবং রাজ্য-প্রাপ্তি।

চিত্রাঙ্গদ আর বিচিত্র বীর্য্যেরে
সত্যবতী প্রসবয়,
শশিকলা সম সেই দুটী শিশু
উজলিল রাজালয়।
কিছুদিন পরে শান্তনু নৃপতি
পরলোকে গত হন,
রাজার মরণে হ'ল শোকাকুল
রাজপুরে যত জন।
পিতৃ-সংকার করি' সমাপন,
ভীষ্মবীর তেজোভরে—
রাজ-ছত্র খানি ধরাইলা আনি'
চিত্রাঙ্গদ-শিরোপরে।
এ নব নৃপতি জিনি' সব নৃপে
ভ্রমে কত শত দেশে,

'চিত্রাঙ্গদ' নামে গন্ধর্ব্ব রাজায়
কুরুক্ষেত্রে হেরে শেষে।
তিন বর্ষ যুঝি' সে মায়াবী সনে
রণে হয় বিনাশিত,
ভীষ্ম এই কালে * তীর্থ-দরশনে
হ'য়েছিলা নিবেশিত।
স্বগৃহে ফিরিয়া সকল শুনিয়া
অতি বিষাদিত হন,
সহি' শোকাবেগ প্রেতকর্ম্ম তার
করিলেন সমাপন।
নাবালক ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যেরে
বসাইয়া রাজাসনে,
সত্যবতী-মতে হইলেন রত
রাজত্বের সুশাসনে।
বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহোপযোগী
বয়স হইলে পরে,
উপযুক্ত বধূ খুঁজিতে লাগিলা
যত রাজাদের ঘরে।

* ভীষ্ম এই সময়ে পুলস্ত্যমুনির উপদেশমত পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ দর্শনের জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন।

অম্বা-উপাখ্যান

কাশী ভূপতির 'অম্বা' ও 'অম্বিকা'
'অম্বালিকা' এই নামে
ছিল তিন সুতা, আনিলা বসা'তে
বিচিত্রবীর্য্যের বামে।
অম্বা জানাইল "শাল্বরাজে আমি
বরিয়াছি মনে মনে,"
ভীষ্ম ইহা শুনি শাল্ব-পাশে তারে
পাঠাইলা সযতনে।
শাল্ব নরপতি (১) না করি' গ্রহণ
তাড়াইয়া দিল তায়,
অতীব দুঃখেতে কাঁদিতে কাঁদিতে
তথা হ'তে সে ত যায়।
ভীষ্মই আমার দুখের কারণ
এরূপ ভাবিয়া মনে,

(১) মেরুরাজ শাল্ব।

প্রতিফল দিতে করি' অভিলাষ
তপ আচরিল বনে।
মাতামহ তার * রাজর্ষি সৃঞ্জয়
সেখানে আসিয়া পরে,
যত বিবরণ করিয়া শ্রবণ
কহিলেন স্নেহভরে,—
"পরশুরামের লহগে শরণ
হবে এর প্রতিকার,
ভীষ্মে নাশিবেন ক্রোধভরে তিনি
কথা না শুনিলে তাঁর।"
রাম-অনুচর অকৃতব্রণ যে
হেন কালে আসি' সেথা,
কহিলা সৃঞ্জয়ে "তব সখা রাম
কল্য আসিবেন হেথা।"
প্রাতে ভৃগুরাম হ'লে উপনীত
অভ্যর্থিয়া সবিশেষে,
দৌহিত্রীর কথা কহিলা সৃঞ্জয়
সম্ভাষণাদির শেষে।

* রাজর্ষি সৃঞ্জয় হোত্রবাহন। ইনি পরশুরামের বন্ধু ছিলেন উভয়ে একত্র ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা করিতেন।

(মূল মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বের শেষে অম্বাউপাখ্যান)

পরশুরামের পদে প্রণমিয়া
অম্বা দাঁড়াইয়া রয়,
শোকের আবেগে দু'নয়নে তার
সলিলের ধারা বয়।
স্নেহভরা-স্বরে ক'ন রাম তারে
"কহ তব অভিলাষ,
ভীষ্মের সকাশে কিম্বা শাল্ব-পাশে
কোথা যেতে কর আশ?"
অম্বা নিবেদিল "ভীষ্মে বিনাশিয়া
দাও মোর মনে সুখ,
যাহার কারণে কপালে আমার
ঘটিয়াছে হেন দুখ।"
কহিলেন রাম "ভীষ্ম শিষ্য মোর
তোমারে না গ্রহে যদি,
কামনা তোমার করিব পূরণ
সমরে তাহায় বধি'।"
এতবলি' রাম লইয়া অম্বায়
ভীষ্ম-পাশে গেলে পর,
গুরুর অর্চ্চনা করিলা যতনে
সুধী ভীষ্ম বীরবর।

কহিলা ভার্গব "অকামা অম্বায়
সবলে আনিয়া ঘরে,
করিয়াছ ত্যাগ, শাল্বও তাহায়
তব হেতু ত্যাগ করে।
অতএব এরে গ্রহ সমাদরে
আদেশে এখন মম,
তব পুর-মাঝে করুক বসতি
কুরুকুল-বধূ সম।"
ভীষ্ম নিবেদিলা "দিতে না পারিব
ইহারে ভ্রাতার করে,
'শাল্ব নৃপে আমি ভাবিয়াছি স্বামী'
এ যে বলিয়াছে মোরে।
ভয়-লোভাদিতে ক্ষত্রিয়-ধরম
ত্যজিতে নারিব কভু,
ইহাই আমার জীবনের ব্রত
কি আর বলিব প্রভু।"
ক্রোধে ভৃগুরাম ধরি' ধনুর্ব্বাণ
কহিতে লাগিলা জোরে,
"আমার বচন করিলি হেলন
আজি বিনাশিব তোরে!

নিঃক্ষত্রিয়া ধরা করিয়াছি আমি
তিনসপ্তবার ক্রমে,
মোর কথা তুই শুনিলিনা মূঢ়
পড়িয়া নিশ্চয় ভ্রমে।”
ভীষ্ম মহাবীর নত করি' শির
কহিলা তখন তাঁরে,
“কুরুক্ষেত্র ধামে যেতে হবে গুরো
মোর সনে যুঝিবারে।
ধরণীমণ্ডল ক্ষত্রিয় বিহীন
ক'রেছিলা বটে বলে,
এ ভীষ্ম তখন গ্রহিয়া জনম
আসেনি অবনী-তলে।”
বহু আস্ফালিয়া কুরুক্ষেত্রে উভে
সদর্পে আগত হন,
সমর দেখিতে আসিলা তথায়
দ্বিজ-নৃপ-ঋষিগণ।
গুরুর চরণে প্রণমি' যতনে
ভীষ্ম রণে হন রত,
ত্রয়োবিংশ দিন যুঝি' বিফলিলা
গুরুর আয়ুধ যত।

হেমন্তের শেষে * অশোকের সম
অথবা কিংশুক প্রায়,
রুধিরে লোহিত পরশুরামের
দেহখানি দেখা যায়।
দেব ঋষিগণ থামাইতে রণ
প্রয়াসিলে অবিরাম,
আর না যুঝিয়া নিজ পরাজয়
মানিলা পরশুরাম।
একবিংশবার ব'ধেছিলা যিনি
ভারতে ক্ষত্রিয়গণে,
ভীষ্মবীরবর ব্রহ্মচর্য্য-বলে
তাঁরে পরাজিলা রণে।
গুরুপদে পুনঃ হইয়া প্রণত
কহিলা ভকতি ভরে,
"অধমের যত অপরাধ গুরো
ক্ষমুন করুণা ক'রে।

---

* হেমন্তান্তেঽশোক ইব রক্তস্তবকমণ্ডিতঃ।
বভৌ রামস্তথা রাজন্ প্রফুল্ল ইব কিংশুকঃ॥
(উদ্যোগপর্ব্বের শেষে ভীষ্ম দুর্য্যোধন সংবাদে)

কি ভীষণ পাপ করিলাম আমি
গুরু সনে করি' রণ,
শোণিতের স্রোত হেরি' তব দেহে
দহিতেছে মোর মন।"
জমদগ্নি সুত হ'য়ে হরষিত
কহিলা সাদরে তাঁয়,
"বহু ভাগ্য-গুণে হেন শিষ্য আমি
লভিয়াছি এ ধরায়।
প্রতিকূলাচারী গুরুর উপরে
ভকতি বিরাজে যার,
সে শিষ্য রতন ধরণী-ভূষণ
হরে মন সবাকার।"
পরে অম্বা-পানে চাহি' সযতনে
কহিলেন এ বচন,
"যথা শক্তি আমি ভীষ্ম নাশিবারে
করিনু এখানে রণ।
শ্রেষ্ঠ অস্ত্রচয় হইল বিফল
হেরিলে নয়নে সব,
তোমার কারণে যুঝি' শিষ্যসনে
হ'ল মোর পরাভব।

স্বেচ্ছা অনুসারে যাও ভদ্রে এবে
কি করিব তব আর,
অন্য গতি নাই ভীষ্ম পাশে গিয়া
শরণ যাচহ তার।"
অম্বা নিবেদিলা "ভীষ্ম-পাশে আমি
যাইতে নারিব কভু,
আমার কামনা করিতে পূরণ
বহু প্রয়াসিলা প্রভু।
তারে পরাজিতে নারিলা কিছুতে
বহুদিন করি' রণ,
তপোবলে আমি নাশিব রিপুরে
করিলাম এবে পণ।"
একথা বলিয়া রোষভরে বালা
কাননে আগতা হয়ে,
কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল
ভীষ্ম-বধ আশা লয়ে।
দেব শূলপাণি প্রদানিলা বর
* আসি' বহুদিন পরে,

* অম্বা দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া পবিত্রতীর্থ সমূহে স্নান করিয়া বেড়ান। পরে বৎস-ভূমিতে তপঃপ্রভাবে দেহার্দ্ধ দ্বারা বার্ষিকী গ্রাহবহুলা দুস্তীর্ণাকুটিলা নদীরূপ ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। এই সময়ে মহাদেব আসিয়া বর দেন।

"আগামী জনমে পারিবে নাশিতে
তুমি ভীষ্ম বীরবরে।
দ্রুপদের ঘরে গ্রহিয়া জনম
'শিখণ্ডী' এ নাম ল'বে;
ইহ জনমের সমূহ ব্যাপার
মনে জাগরূক রবে।"
বলি' এই কথা দেব উমাপতি
অন্তর্হিত হ'য়ে যান,
ভীষ্ম বধ আশে কাশী জ্যেষ্ঠ সুতা
অনলে ত্যজিল প্রাণ।

ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্ম

শ্রীমতী অম্বিকা অম্বালিকা দেবী
বিচিত্রবীর্য্যেরে বরি',
পতির চরণ পূজিতে লাগিলা
অতীব যতন করি'।
বিলাসী নৃপতি অসংযমী অতি
তাই যক্ষ্মারোগ ধরে,
অসংযমাদির দেখা'য়ে কুফল
অসময়ে হায় মরে।
ধৃতরাষ্ট্র নামে অন্ধ এক সুত
অম্বিকা-জঠরে হয়,
পাণ্ডু নামধারী দ্বিতীয় কুমারে
অম্বালিকা প্রসবয়।
অম্বিকা রাণীর দাসী ছিল এক
বিদুর তাহার সুত,
দয়া সরলতা ধরমশীলতা
বিনয়াদি গুণযুত।

জন্মান্ধ বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রদেব
না পাইলা রাজাসন,
কনিষ্ঠ হ'লেও পাণ্ডু মহামতি
রাজপদারূঢ় হন।
গান্ধাররাজের সুতা সহ হ'ল
ধৃতরাষ্ট্র পরিণয়,
কুন্তী মাদ্রীসহ পাণ্ডু ভূপতির
পরেতে বিবাহ হয়।
পতি অন্ধ বলি' যতনে গান্ধারী
বসনে নয়ন বাঁধি',
অন্ধ নারী সম থাকিতেন ঘরে
ত্যজি' নেত্রাঞ্জন আদি।
পরে সে সাধ্বী দুর্য্যোধন আদি
শত পুত্র প্রসবিলা,
'কৌরব' আখ্যায় খ্যাত তারা সবে
কাজে মূর্খ সম ছিলা।
শাস্ত্র-পাঠান্তেও যে নরাধমেরা
অধর্ম্মের পথে চলে,
তারাও সতত হয় অভিহিত
মূর্খ নামে মহীতলে।

গুণবান্ এক নন্দনও ভালো
শত মূর্খে নাহি ফল,
এক চন্দ্র হরে সব অন্ধকার
না পারে তারকাদল।
দুঃশলা নামিনী ধৃতরাষ্ট্র-সুতা
জনমিল এর পরে,
সিন্ধুরাজসুত জয়দ্রথে সে ত
যৌবন-আগমে ব'রে।
ভোজরাজ-সুতা * কুন্তী, প্রসবিলা
ক্রমেতে তনয়ত্রয়,
মদ্র-দুহিতার জঠরে জনমে
যমজ কুমারদ্বয়।
অসংযম হেতু অসময়ে গেলে
পাণ্ডু নৃপ পরলোকে,
কুন্তীমাদ্রী রাণী শিশুগণ সহ
পড়িলা বিষম শোকে।

* যদুবংশে শূরসেন রাজার কন্যা পৃথা, শূরসেনের পিতৃ-স্বস্রেয় কুন্তীভোজ নরপতি কর্তৃক কন্যারূপে গৃহীত ও পালিত হইয়া কুন্তীনামে পরিচিত হন।

কুন্তীর উপরে শিশু সমূহের
পালনের ভার দিয়া,
মদ্ররাজ-সুতা ত্যজিলা জীবন
পতিচিতানলে গিয়া।
পাণ্ডু ভূপতির পাঁচটী তনয়
সকলেই গুণবান্,
যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল,
সহদেব মতিমান্।
কৃপাচার্য্যদ্বিজ শিশু সমূহের
শিক্ষাদান-ভার লন,
পরম যতনে যত শিশুগণে
করিতেন অধ্যাপন।
একসঙ্গে মিলি' ক্রীড়াদি করিত
কৌরব পাণ্ডবচয়,
ভীমের বিক্রম হেরি' দুর্য্যোধন
অতি বিষাদিত হয়।
সঙ্গোপনে বিষ করা'য়ে ভোজন
ফেলে জাহ্নবীর জলে,
সলিলের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
নাগলোকে ভীম চলে।

সর্পাঘাতে বিষ * ক্ষয় হ'লে পরে
ঘরে পুনরায় ফিরে,
'কৌরবের সনে মিশিওনা একা'
যুধিষ্ঠির ক'ন ধীরে।
অধ্যয়ন বিনা অপর সময়ে
সুমতি পাণ্ডবগণ,
কুমতি যতেক কৌরবের সনে
মিলিত নাহিক হন।

* বিষস্য বিষমৌধম্।

দ্রোণাচার্য্যের নিকট কুরু-বালকগণের অস্ত্রশিক্ষা।

ভীষ্মদেব পরে আনিয়া সাদরে
দ্রোণাচার্য্য দ্বিজবরে,
যত বালকের সমর শিক্ষার
ভার দিলা তদুপরে।
ভকতি-সেবায় হ'য়ে অতি প্রীত
দ্রোণ-গুরু মহাশয়,
ধনঞ্জয় বীরে সুতাধিক স্নেহে
বহু বিদ্যা প্রদানয়।
গুরুর সেবনে * বহু অর্থ দানে
কিম্বা বিদ্যা-বিনিময়ে,
বিদ্যা-মহাধন পেতে পারে লোকে
এ ছাড়া কিছুতে নহে।

---

* গুরু শুশ্রূষয়া বিদ্যা পুষ্কলেন ধনেন বা
অথবা বিদ্যয়া বিদ্যা চতুর্থী নোপপদ্যতে।

একাগ্রতা হেতু শিখিলা অর্জ্জুন
গুরুদত্ত জ্ঞান সব,
ছাত্রদের মাঝে উঠিল তাঁহার
অতীব যশের রব।
ধৃতরাষ্ট্রাদেশে বালকদিগের
পরীক্ষা হইলে পরে,
অর্জ্জুন বীরের সমর কৌশল
সকলের মন হরে।
'দক্ষিণা প্রদান কর এবে মোরে'
অর্জ্জুনেরে দ্রোণ ক'ন,
বিনয়ে অর্জ্জুন গুরুর চরণে
করিলা এ নিবেদন।
"একটী অক্ষর (১) শিখান যে গুরু
সে গুরুর ঋণ কভু,
পৃথিবীতে হেন নাহি কোন ধন
যাতে শোধ হয় প্রভু।
বহুল বিদ্যাই সযতনে মোরে
ক'রেছেন অরপণ,

একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যং প্রবোধয়েৎ
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা সোঽনৃনী ভবেৎ

দিলেও জীবন সে ঋণের শোধ
হইবেনা কদাচন।
নিঃসঙ্কোচে দাসে করুন আদেশ
নিজ অভিলাষ মত,
অবিকৃত মনে আদেশ-পালনে
প্রাণপণে হব রত।
কহিলেন দ্রোণ "বাল্য-সখা মোর
দ্রুপদ, গরবে রাগে,
ভালবাসা ভুলি' অপমান মম
করিয়াছে কিছু আগে।
তারে পরাজিয়া সমীপে আমার
এনে দাও মতিমান্,
দ্রুপদ রাজেরে উপদেশ দিয়া
পুলকিত করি প্রাণ।"
যে আজ্ঞা বলিয়া পাঞ্চালেতে গিয়া
অর্জ্জুন সদল-বলে,
রণে পরাজিয়া দ্রুপদে আনিয়া
দিলা গুরু-পদতলে।
অর্দ্ধ রাজ্য তার করিয়া গ্রহণ
দ্রোণাচার্য্য মহোদয়,

ক্ষমা বিতরিয়া প্রেরিলা তাহারে
সমাদরে নিজালয়।

অনলে আতপে তপ্ত হয় জল
ক্রমে শীতলতা ধরে,
অপমানে সাধু কুপিত হ'লেও
সে ভাব থাকে না পরে।

ব্যাধরাজ-সুত * 'একলব্য' ছিল
আরও ভকতিমান্,
বিস্ময়জনক দক্ষিণা দ্রোণেরে
করিয়াছিল সে দান।

গুরুর আদেশে অঙ্গুষ্ঠ আপন
ছেদি' অবিকৃত মনে,
ভকতির ভরে ক'রেছিল দান
স্বগুরুর শ্রীচরণে।

---

* হিরণ্যধনু নামক ব্যাধ-রাজের পুত্র একলব্যকে দ্রোণাচার্য্য বিদ্যা শিখাইতে অস্বীকার করিলে সে বনে গিয়া দ্রোণের মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করে এবং ধ্যানযোগে অভূতপূর্ব্ব বিদ্যা প্রাপ্ত হয়। কুরুবালকগণ মৃগয়া করিতে যাইলে সে শব্দবোধী-বাণে তাহাদের কুক্কুর সকলের গলার স্বর বন্ধ করে। বালকগণ পরিচয়ে তাহাকে দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য জানিয়া দ্রোণকে সমস্ত নিবেদন করে। দ্রোণাচার্য্য বনে যাইয়া তাহার নিকট দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণা লন।

কর্ণের সমর কৌশল প্রদর্শন ও পরিচয়।

সমক্ষে সবার আয়ুধ বিদ্যার
পরীক্ষা হইল যবে,
কর্ণ আসি' সেথা অর্জ্জুন বীরের
প্রতিপক্ষ হয় তবে।
উভে সমভাবে যুঝিছে হেরিয়া
কৃপাচার্য্য দ্বিজ কন,
"রাজপুত্র বিনা রাজপুত্র সনে
হইতে পারে না রণ।"
কর্ণ তাহা শুনি হইল বিরত
অতীব বিষাদ ভরে,
কেহ অর্জ্জুনের কেহবা কর্ণের
বিজয় ঘোষণা করে।

অধিরথ রামা * রাধার পালিত
কর্ণ মহাধনুর্দ্ধর,
বন্ধুতা স্থাপন করে দুর্য্যোধন
তার সনে অতঃপর।
অঙ্গ রাজ্যখানি করিয়া প্রদান
সাহায্য যাচিলে তায়,
করিলা স্বীকার "সাধিব তাহাই
সুখী হবে সখে যায়।"
অভিষেক কালে কর্ণে হেরিবারে
অধিরথ প্রীত হ'য়ে,
মলিন বেশেই হ'ল উপনীত
দ্রুত অভিষেকালয়ে।
স্থবির পিতায় হেরি' কর্ণবীর
সিংহাসন হ'তে উঠি',
প্রণমিল তার চরণযুগলে
ভূমিতলে শির লুঠি'।
সমাগতগণ সাধু সাধু বলি'
ঘোষিল প্রবল ভাষে,

* অধিরথ নামক সারথির পত্নী রাধা, কর্ণকে পালন করিয়াছিল, এইজন্য কর্ণ রাধেয় নামে খ্যাত।

কর্ণের পিতৃভক্তি

INDIAN ART SCHOOL
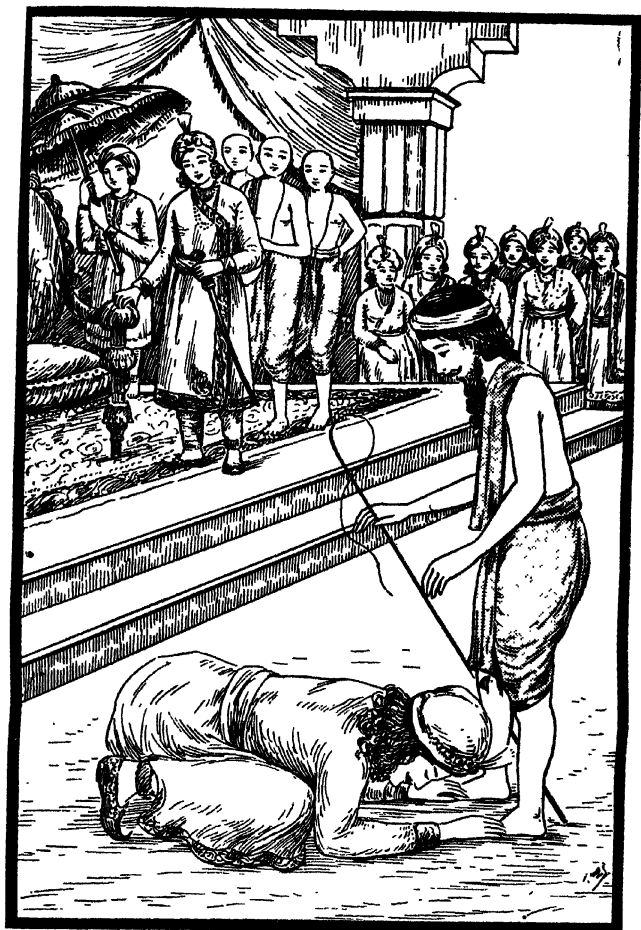
"পিতৃ-ভক্তি আজি শিখ সযতনে
সকলে কর্ণের পাশে।"
এ কর্ণ সমীপে যাচক সমূহ
যাচঞা করিত যাহা,
অতি প্রিয় যদি হ'ত সে জিনিষ
প্রদান করিত তাহা।
এই কারণেতে 'দাতাকর্ণ' নাম
ধরণীর মাঝে লভে,
এখনো ধরায় অতি দানশীলে
দাতাকর্ণ বলে সবে।
রিপুগণো যদি কোন প্রয়োজনে
ভবনে আসিত তার,
তাহাদের সনে করিত যতনে
অতি সাধু ব্যবহার।
প্রতিজ্ঞা পালিতে দুর্য্যোধন চিতে
প্রদানিতে সুখচয়,
কৌরব সভাতে কুমন্ত্রণা দিতে
অবিরত রত রয়।
ইহা ছাড়া তার আচরণে আর
ছিলনাক কোন দোষ,

সাধু আচরণে দিত সযতনে
কতজনে পরিতোষ।
পুরুষকারের প্রভাব কিরূপ
প্রকাশিল এ ভুবনে,
সূতপুত্র হ'য়ে * পৌরুষ প্রভাবে
আরোহিল রাজাসনে।

* কুন্তীদেবী কন্যাকালে সূর্য্যের বরে কর্ণকে গোপনে প্রসব করিয়া তাম্রপাত্রে রাখিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দেন। অধিরথ নামক সারথি সস্ত্রীক গঙ্গা নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছিল; সে তাহাকে তুলিয়া আনিয়া স্বীয় পত্নী রাধার হস্তে সমর্পণ করে। সূত অর্থাৎ সারথি কর্তৃক পালিত বলিয়া কর্ণ সূতপুত্র নামে প্রসিদ্ধ। ভীম একদা কর্ণকে সূতপুত্র বলিয়া উপহাস করায় কর্ণ ভীমকে বলিয়াছিল :—

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহং
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষং।

জতুগৃহ দাহ

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অতি নিরমম
খলতায় ভরা চিত,
পাইত প্রয়াস, পাণ্ডু-পুত্রগণ
যাতে হয় বিনাশিত।
অতি দহনীয় গালা-পাট-শণ
ধূনা-বারুদাদি দিয়া,
কৌরব সকল বারণাবতেতে
গৃহ রাখে বিরচিয়া।
পাণ্ডু-সুতগণে সে ঘরে রাখিয়া
দগ্ধ করিবারে চায় ;
জ্ঞানী বিদুরের উপদেশে সবে
লভিলা উদ্ধার তায়।
সুড়ঙ্গের পথে পলাইয়া গিয়া
বনে প্রবেশিলা পরে,
হিড়িম্বক নামে নিশাচরে ভীম
তথা বিনাশিলা জোরে।

হিড়িম্বা নামিনী তাহার ভগিনী
ভীমে চাহে বরিবারে,
মাতার আদেশে বৃকোদর বীর
বিবাহ করিলা তারে।
হিড়িম্বা জঠরে লভিল জনম
ঘটোৎকচ মহাবীর,
রাক্ষসের সম শকতিশালী সে
মানুষের সম ধীর।
পাণ্ডবগণের উপকার হেতু
ভীষণ সমর ক'রে
কুরুক্ষেত্র রণে ত্যজিল জীবন,
কর্ণের একাঘ্নী শরে।
পাণ্ডুপুত্রগণ যাপিলা জীবন
ধরিয়া দ্বিজের বেশ,
মাতার সহিত সহি' বহু ক্লেশ
ভ্রমিলা কতই দেশ।
চিনিতে পারিলে নাশিবে তাঁদেরে
পাপমতি জ্ঞাতিগণ,
কিশোর বয়সে পাণ্ডুসুত সবে
লুকাইলা সে কারণ।

[শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা লীলা]　　দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।　　৬৮ পৃষ্ঠা।
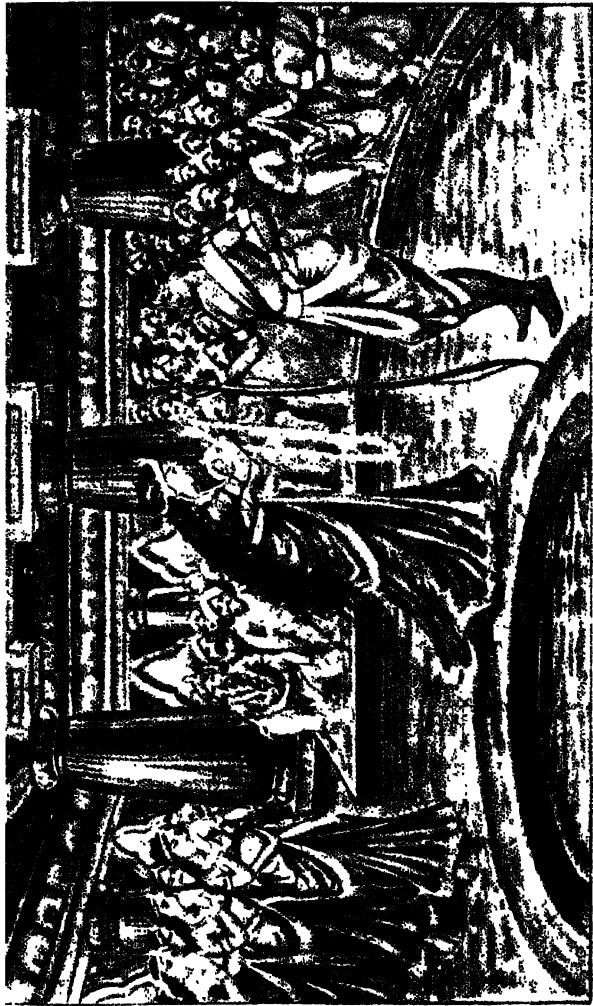
আগুনের চেয়ে * বেশী জ্বালা দেয়
জ্ঞাতি-রিপু যদি রয়!
ভুজগেতে ভয় না জনমে তত
দুরজনে যত ভয়।
একচক্রা গ্রামে করিয়া গমন
বকাসুরে ভীম নাশে,
পরে পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর সবে
যান দেখিবার আশে।
লক্ষ্য ভেদ করি' দ্রৌপদীরে লভি'
আনিলা অর্জ্জুন বীর,
মাতার আজ্ঞায় বিবাহিতে তায়
সকলে করিলা স্থির।
পাণ্ডুপুত্রগণ পরিচয় দিয়া
বিবাহ করিলা শেষে।
ধৃতরাষ্ট্র দিলা রাজত্বের ভাগ
ভীষ্মাদির উপদেশে।
হস্তিনা নগরী কৌরবগণের
নিজ রাজধানী রয়;

---

* জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি সুহৃদ্দিব্যৌষধৈঃ কিং ফলম্
কিং সর্পৈর্যদি দুর্জ্জনঃ কিমুধনৈর্বিদ্যানবদ্যা যদি।

ইন্দ্রপ্রস্থপুর * পাণ্ডবগণের
নব রাজধানী হয়।
শ্রীকৃষ্ণ-ভগিনী সুভদ্রার পাণি
গ্রহিলা অর্জ্জুন পরে,
'অভিমন্যু' নামে তনয় তাঁহার
জনমে সুভদ্রোদরে।
রাজসূয় যজ্ঞ করি' অনুষ্ঠান
যুধিষ্ঠির যশোধন,
যত রাজগণে আনিয়া অধীনে
রাজরাজেশ্বর হন।
রাজসূয়ে গিয়া ঐশ্বর্য্য হেরিয়া
দুর্য্যোধন পাপাশয়,
বিষাদে জ্বলিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া
নিজজনে সব কয়।
শকুনিরে দিয়া (১) পাশা খেলাইয়া
হারাইয়া যুধিষ্ঠিরে,

* খাণ্ডবপ্রস্থ নামক স্থানে পাণ্ডবগণের জন্য যে নূতন রাজধানী নির্ম্মিত হয়, তাহা, ইন্দ্রপুর অপেক্ষাও মনোরম বিবেচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার ইন্দ্রপ্রস্থ নাম দেন।

(১) শকুনি—দুর্য্যোধনের মামা।

সমূহ পাণ্ডবে করিয়া সেবক
ভাসা'ল নয়ন-নীরে।
দ্রুপদসুতারে দাসী করিবারে
কামনা করিলে পরে,
দুঃশাসন গিয়া কেশেতে ধরিয়া
সভাতে আনিল জোরে।
কুরুসভা মাঝে ভীষ্ম-দ্রোণ-আদি
একালে নীরব র'ন,
বরিষার কালে ভেক নিনাদিলে
* ডাকে না কোকিলগণ।
বসনাকর্ষণ করে দুঃশাসন
বিবসনা করিবারে,
দ্রৌপদী তখন করিল স্মরণ
নারায়ণে বারে বারে।
"ওহে রমাপতি অগতির গতি
কেশব, করুণাধার,
আজি অধীনীরে বিপদ-পাথারে
দয়া ক'রে কর পার।

---

* ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জ্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্॥

হে মধুসূদন অসুর মর্দ্দন
গিরি-গোবর্দ্ধনধারি !
পামরেরা মোর করে অপমান
আর যে সহিতে নারি।
গোবিন্দ, কংসারি মুকুন্দ, মুরারি
দর্পহারি, ভগবান্,
কৌরব-সাগরে নিমগ্না দাসীরে
কৃপা ক'রে কর ত্রাণ।
হে বিশ্বভাবন পতিত-পাবন
দীনবন্ধু, তুখহারি !
আমি অতি দীনা বিপদে মগনা
তার হে বিপদবারি।
শ্রীবৎস-লাঞ্ছন বিপদ-ভঞ্জন
নিরঞ্জন, হৃষীকেশ !
গদাচক্র ধরি' এস শীঘ্র করি'
ঘুচা'তে দাসীর ক্লেশ।
কৌস্তুভ-ভূষণ কেশি-বিনাশন
কালীয়শাসনকারি !
হে নন্দকিশোর দুঃখানলে মোর
বরিষ করুণা-বারি।

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ

ওহে অন্তর্য্যামি অখিলের স্বামি
ভব-ভয়-নিবারণ!
দুখে পড়ি' হায়, ডাকি যে তোমায়,
শুনিছ না কি কারণ?
বিষ্ণু, পীতাম্বর, বিভু, বিশ্বম্ভর
দামোদর, যদুপতি!
হে ত্রিতাপহর দ্রুত দূর কর
দুখিনীর দুরগতি।
দৈবকী-নন্দন যশোদা-জীবন
গোকুল-কাননচারি!
পাণ্ডবের সখা আসি' দাও দেখা
ডাকিছে পাণ্ডব-নারী।
বিশ্ব-বিমোহন গরুড়-বাহন
সমূহ শকতিমান্!
পাণ্ডবের জায়া চাহে পদ-ছায়া
কর হে শরণ দান।
সখী বলি' যারে তুষিতে সাদরে
সে ডাকিছে সকাতরে,
তারে রক্ষিবারে এস কৃপা ক'রে
সুদর্শন ধরি' করে।

হে কৃষ্ণ, মাধব, গোপিকা-বল্লভ
ব্রজেশ, যাদব, হরি !
এ বিপদ হ'তে সখীরে রক্ষিতে
এস সখে ত্বরা করি'।
উপেন্দ্র, অচ্যুত, বিধি-শম্ভু-স্তুত,
বাসুদেব, নারায়ণ !
শার্ঙ্গি, বনমালি, ষড়ৈশ্বর্য্যশালি
আসি' দাও দরশন।
হে পুরুষোত্তম শৌরি, ত্রিবিক্রম
ভক্ত-প্রিয়তম শ্যাম !
দুঃখভয় যত নিবারে সতত
তব সুধামাখা নাম।
তাই সযতনে শয়নে স্বপনে
তব নাম জপ করি।
তথাপি উৎপাত করে কেন নাথ
সবলে যতেক অরি।
দুষ্ট দুঃশাসন টানিছে বসন
করিবারে বিবসনা,
লজ্জা নিবারণ কর নারায়ণ
সহেনাক এ যাতনা।

ভকত-বৎসল হরির মরমে
পশে এ বিলাপ রাশি।
লক্ষ্মী-পাশে তিনি লইয়া বিদায়
শূন্যে দেখা দিলা আসি'।
শঙ্খ-চক্র-গদা- পদ্ম-বিভূষিত
চারিকর মনোহর,
বিবিধ বরণ কতনা বসন
শোভে তাহে থরেথর।
পরম যতনে সে সব বসনে
আবরিলা তার কায়,
ধরম-প্রভাবে সভাসদগণ
তাহা না দেখিতে পায়।
বহুল বসন হরে দুঃশাসন
তবু না হইল শেষ;
শ্বেত-নীল-পীতে হরিৎ-লোহিতে
তনু ঢাকে সবিশেষ।
ক্রোধে গরজিয়া গদা ঘুরাইয়া
তথা বৃকোদর বীর,
দুষ্ট দুঃশাসনে নাশিতে উঠিলে
নিষেধিলা যুধিষ্ঠির।

তথাপি সবলে সবেগে ছুটিয়া
যেতে চান ক্ষণে ক্ষণে,
ভ্রাতা সবে তাঁয় ধরি' হাতে পায়
থামাইলা সযতনে।
"বক্ষঃ চিরি, রণে নাশি' দুঃশাসনে
করিব রুধির পান,"
মহাবীর ভীম করি' হেন পণ
সহিলা এ অপমান।
মূঢ় দুর্য্যোধন ঊরু দেখাইয়া
আরো ক্লেশ দিলে মনে,
ক'ন উচ্চৈঃস্বরে "ঊরু ভাঙ্গিব রে
গদাঘাতে মহারণে।"
প্রবল ভাবেতে উঠে কোলাহল,
হেনকালে সভাতলে;
ধৃতরাষ্ট্র গৃহে ঘটে অমঙ্গল
এ মহা পাপের ফলে।
ভীষ্ম-দ্রোণাদির উপদেশে তাই
ধৃতরাষ্ট্র এ সময়,
পাণ্ডব সমূহে মুক্তি দিয়া ক'ন
"যাও সবে নিজালয়।"

"এই অপমান ভুলিতে নারিবে
কদাচ পাণ্ডবগণে,"
খল দুর্য্যোধন এরূপ ভাবিয়া
পাঠা'তে চাহিল বনে।
কপট পাশায় পাণ্ডবে হারায়
পুনরায় রাখি' পণ,
দ্বাদশ বরষ বনবাসে তাঁরা
বর্ষেক অজ্ঞাতে র'ন।
পাণ্ডবের সখা শ্রীকৃষ্ণ, কাননে
পাণ্ডব সমীপে গিয়া,
বনবাস-ক্লেশ করিতেন লঘু
কত উপদেশ দিয়া।
পূর্ণব্রহ্ম বলি' ভাবিতেন তাঁরে
সুমতি পাণ্ডবগণ,
যত বিপদেই করিতেন ত্রাণ
তাঁহাদের নারায়ণ।
শ্রীবৎস রাজার * উপাখ্যান নিজে
শুনাইলা হৃষীকেশ,

* শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান মূল মহাভারতে নাই, কাশীরাম

শনি-কোপে নৃপ চিন্তারাণী সহ
স'হেছিলা কত ক্লেশ।
বহু ঋষি আসি' যুধিষ্ঠির-পাশে
মিলিত হ'তেন বনে, ;
নলভুপাখ্যান (১) রামচরিতাদি
শুনা'তেন সযতনে।

দাসের মহাভারতে আছে। কে বড়, ইহা লইয়া লক্ষ্মী ও শনির মধ্যে বিবাদ হয়। মীমাংসার জন্য তাঁহারা শ্রীবৎস রাজার নিকট উপনীত হইলে তিনি লক্ষ্মীকে দক্ষিণে স্বর্ণ সিংহাসনে এবং শনিকে বামে রৌপ্য সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাদিগকেই ছোট বড় ঠিক করিতে বলেন। শনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে বার বৎসর ভয়ানক কষ্ট দেন।

(১) বৃহদশ্ব মুনি নলদময়ন্তীর কথা এবং মার্কণ্ডেয় মুনি রামচন্দ্রের উপাখ্যান যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণন করেন।

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর কথোপকথন।

যুধিষ্ঠির সনে বসি' দ্বৈতবনে
একদা দ্রৌপদী কয়,
"জ্ঞাতিরিপুদের অসদাচরণ
কেহ না এমন সয়।
রাজ্য-সুখ ত্যজি' বনবাসে আজি
সহিতেছ ক্লেশ কত,
মহাবীর তব ভ্রাতা চারিজন
দুঃখ পায় অবিরত।
রাজার নন্দিনী রাজবধূ আমি
মনোদুখে বনে রই,
কপট রিপুরা দিল যে যাতনা
কেমনে পরাণে সই ?
মম ক্লেশ হেরি' রিপুর উপরে
হ'তেছে না কোপ তব,

এত ক্ষমা-গুণ ভাল নহে নৃপ
আর কি তোমারে কব।”
ইহা শুনি’ পরে যুধিষ্ঠির তারে
কহিলেন সযতনে,
“ক্রোধের সমান কোন রিপু নাই
সদা রেখো প্রিয়ে মনে।
গুরুজনে ক্রোধী কটু কথা বলি’
প্রদানে হৃদয়ে দুখ,
তাই সবে তার অপযশ ঘোষে
দেখিতে চাহেনা মুখ।
বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান কুপিতের মনে
কখনো না পায় স্থান।
কুপিত জনেরা অতি ক্রোধবশে
বিনাশে আপন প্রাণ।
ক্রোধে ঘটে পাপ, ক্রোধে পরিতাপ,
ক্রোধেতে বিবাদ হয়,
ক্রোধে কুলক্ষয়, ক্রোধে সব লয়,
ক্রোধে ঘটে অপচয়।
ক্রোধী জনগণ হইলে মরণ
পড়য়ে নরকে ঘোরে,

হেন ক্রোধাধীন হইব কেমনে
বল প্রিয়তমে মোরে ?
কুকাজ করিয়া কলঙ্ক-কালিমা
মাখে ক্রোধী নিজ গায় ;
এহেন ক্রোধের বশীভূত হ'তে
প্রাণ মম নাহি চায়।
ক্রোধেরে দমিতে পারে যে মহীতে
তার শুভ হয় অতি ;
তাহারে সুজন কহে জ্ঞানিগণ
মনে রেখো গুণবতি।
ধরমে শরণ লয় যেই জন
তার না মরণ আছে,
ধরমশীলেরে ধরমে বাঁচায়
যম নাহি যায় কাছে।"
যুধিষ্ঠিরমুখে ইহা শুনি' দুখে
কহিলা দ্রৌপদী তাঁয়,
ধরমাচারীরে ধরমেই রাখে
মুনিমুখে শুনা যায়।
তুমি ধর্ম্মাচারী তোমারে ধরম
রাখিছে না কি কারণ ?

বুঝিনু এখন ধরমের সেবা
করিতেছ অকারণ।
ধিক্ বিধাতায় অসতে বাড়ায়
সতেরে কাঁদায় কত,
পাপী দুর্য্যোধন ভুঞ্জে রাজ্যধন
তুমি ভিখারীর মত!"
যুধিষ্ঠির পরে কহিলা কাতরে
ধরমে নিন্দোনা সতি,
ফলাকাঙ্ক্ষা সে ত সদা করে ত্যাগ
ধরমে যাহার মতি।
ফলের আশায় যে করে ধরম
লোভী বলি' ভেবো তারে,
সেজন কখনো না পারে তরিতে
এই ভব পারাবারে।
মহাপাপ জানি ধরমের গ্লানি
ক'রনা কখন ভুলে,
পড়ি মোহে ভ্রমে যে নিন্দে ধরমে
সে জনমে পশু কুলে।
এ কথা শুনিয়া বিনয় করিয়া
আবার দ্রৌপদী কয়,

"তব সম অতি ক্ষমাযুত মতি
কোন নরপতি নয়।
রিপুর পীড়ন সহে যেই জন
ভীরু বলে তায় সবে,
কর্ম্ম অনুসারে সকল মানব
সুখ দুঃখ পায় ভবে।
রিপু-হস্ত হ'তে রাজত্ব লইতে
প্রয়াসী না হ'লে পরে,
রাজত্ব কি কভু আপনি আসিয়া
পড়িবে তোমার করে?
অলসতা ত্যজি' যে করে যতন
সে লভে বিপুল ধন,
অলস মানব জড়ের সমান
সদা বলে সুধীগণ।
ধন মান লাভ ঘটে না কখনো
অলস জনার ভালে;
ঘুমন্ত সিংহের মুখে কোন প্রাণী
পশেনাক কোন কালে।
অহিংস ভাবেতে যাপিলে জীবন
রাজত্ব না পাবে তায়,

বীরভোগ্যা এই বসুধা কভু কি
অবীরের হাতে যায় ?
ছলে রাজ্য-ধন ল'য়ে রিপুগণ
ক'রেছে এমন হীন,
কভু অর্দ্ধাশনে কভু অনশনে
তোমরা যাপিছ দিন।
তারা আছে সুখে তোমরাই দুখে
ধ'রেছ মলিন বেশ,
কেশরী হইয়ে শৃগালে বাড়ায়ে
পেতেছ অসীম ক্লেশ।
তোমাদের দশা নেহারিয়া তারা
হাসিতেছে মনে মনে,
শকতি থাকিতে কেন প্রাণনাথ
ভ্রমিতেছ বনে বনে ?
শঠের সহিত শঠতা করিলে
পাপ নাহি হয় কভু,
নীতিবিদ্‌গণ বলে এ বচন
ক'রেছি শ্রবণ প্রভু।
রিপুরা তোমায় রাখিবারে চায়
চিরদিন হীন ভাবে,

নীরবে রহিলে সে সুখ সম্পদ্
আর না ফিরিয়া পাবে।
ক্ষত্রিয় ধরম রিপুর দমন
তা'হে পুনঃ হও রত,
সেবিকা হইয়া এমন করিয়া
বুঝাইব আর কত।"
ভীম ছিলা পাশে শুনি' সবিশেষে
কুপিত হইয়া অতি,
উত্তেজিত ভাবে লাগিলা কহিতে
রাজা যুধিষ্ঠির প্রতি।
"তোমার কারণ মোরা ভ্রাতৃগণ
ভ্রমিতেছি বনে বনে,
কেশরীর ধন করিল হরণ
শৃগাল সদৃশ জনে।
আদেশ করহ এখনি পাঠাব
রিপুগণে যমালয়,
তাদের ব্যভার কিছুতে আমার
আর না পরাণে সয়।"
যুধিষ্ঠির তাঁরে ডাকি' সমাদরে
কহিলা মধুর স্বরে,

"রাজ্য-লোভে ভাই! সত্যভঙ্গ আমি
করিব কেমন ক'রে?
বাক্য-বাণ কেন হানিতেছ হেন
স্থির কর সবে মন,
সত্য রক্ষিবারে পারি ত্যজিবারে
ধন-জন-স্বজীবন।
রাজ্য-ধন-জন যজ্ঞ-আরাধন
সত্যের সমান নয়,
হেন সত্য হ'তে বিরত হইতে
জ্ঞানিগণে নাহি কয়।
অবিকৃত মনে পালিব ধরমে
দিলেও মরমে ব্যথা,
তেরটী বছর নীরবে রহিব
কহিব না কোন কথা।
পরে মম ধন না দিবে যখন
রত হব আমি রণে,
অবোধের মত হয়ো না অধীর
ক্ষাত্র তেজ রাখ মনে।
সহসা কখনো * না করিবে কাজ;
অবিবেকে বাড়ে দুখ,

* সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাংপদম্
বৃণতে হি বিমৃষ্যকারিণং গুণগৃহ্যাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ।

ভাবি' পরিণাম· যে করে করম
তাহারে ভজয়ে সুখ।
আমাদের নাই রিপুদের আছে
বহু ধন-জন-বল,
এখন সমরে রত হ'লে পরে
পাবনা ত শুভ ফল।
অস্ত্র-শস্ত্র যত আছে রিপুদের
আমাদের তত নাই,
অরাতি-শাসনে অস্ত্র-আহরণে
কিছু ত সময় চাই।
অধার্ম্মিক জন লভি' ধন-জন
যদিও প্রবল হয়,
ধার্ম্মিকের সনে হইলে সমর
ঘটে তার পরাজয়।
ধরমের বল বাড়াও যতনে
সবে করি' প্রাণপণ,
তা'হ'লে নিশ্চয় করিতে পারিবে
রিপুগণে সুশাসন।"
এ সব শুনিয়া নীরব হইয়া
ভীম ও দ্রৌপদী রহে,

বুঝিল, রাজার ধরম-বিশ্বাস
সাধারণ সম নহে।
এমন সময়ে ব্যাস মহামুনি
সেখানে আগত হন,
হেরিয়া তাঁহারে ভকতির ভরে
পূজিলা পাণ্ডবগণ।
প্রতিস্মৃতি নামে বিদ্যা দিয়া মুনি
যুধিষ্ঠিরে ক'ন পরে,
"শিব-দরশন পাইবে রাজন্
এবিদ্যা সাধন ক'রে।
এই মন্ত্র-বলে নর-ঋষিরূপী
তবানুজ ধনঞ্জয়,
শিবেরে তুষিয়া আয়ুধ লভিয়া
ধরণী করিবে জয়।
এ বন ত্যজিয়া বাস কর গিয়া
সকলে অপর বনে,
প্রীতি পাবে তায়, মৃগেরা হেথায়
চরুক নির্ভয় মনে।"
মুনির আদেশে ত্যজি দ্বৈতবন
কাম্যক কাননে গিয়া,

সরস্বতী কূলে রহিলা সকলে
শুভাচারে মন দিয়া।
ঋষি-দত্ত সেই মহামন্ত্র জপি'
অতি হরষিত হ'য়ে,
অর্জ্জুনে শিখায়ে রাজা যুধিষ্ঠির
প্রেরিলেন হিমালয়ে।

অস্ত্র শিক্ষার্থ অর্জ্জুনের ইন্দ্রালয়ে গমন।

পাশুপত অস্ত্র লভিলা অর্জ্জুন
পূজি' পশুপতি-পদে,
ইন্দ্রালয়ে গিয়া অস্ত্রবিদ্যা শিখি'
কালকেয়গণে বধে।
বিদ্যালাভ হেতু সুসংযমী হ'য়ে
তথা করি' অবস্থান,
পঞ্চবর্ষ পরে দেশে ফিরিবারে
সুরেশে বিদায় চান।
'ক্লেশময়ী ধরা যেয়ো না সেখানে'
জানাইলে সুররায়,
'স্বদেশের সম নহে সুরপুর'
নিবেদিলা তিনি তাঁয়।
"জনম-ভূমির অনিলে সলিলে
যে সুখপ্রবাহ বহে,

এ অমরপুরে অমৃত মাঝারে
কখনো তাহা না রহে।
জনম-ভূমির বনে উপবনে
ফুটে যে সকল ফুল,
দেশ ভক্ত-পাশে পারিজাতো নহে
সে সবের সমতুল।
জননীভবনে জাত বস্তুচয়
প্রাণে প্রীতি দানে যথা,
সুরপুর-জাত পদার্থ কদাপি
প্রীতি দিতে নারে তথা।
কল্পতরু-জাত বসন সমূহ
দেখিতে সুচারুতম,
পরাণ জুড়া'তে পারে না কখনো
স্বদেশী বসন সম।
জননীর কোষে রতনের রাজি
অবোধেরা ত্যজি' হায়,
ত্রিদিবের যত বিলাসের ফাঁস
সাদরে পরিতে চায়।
স্বদেশ মাতারে অনাদর ক'রে
এ বাঁধন পরে তারা,

ধিক্ শতধিক্ সে মানবগণে
মায়ে অবহেলে যারা।
শিশুকাল হ'তে যাহার কোলেতে
খেলা করিয়াছি কত,
সে জনম-ভূমি মায়ের কারণে
প্রাণ কাঁদে অবিরত।
সুরপুরে আসি' হেরিতেছি বটে
কত রমণীয় স্থান,
জনম-ভূমির অভিমুখে তবু
ধাবিত হ'তেছে প্রাণ।
স্নেহময়ী মাতা ভারত আমার
সারা জগতের সেরা,
মনে হয় যেন স্বপনে তৈয়ারি
শত স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
অতীব যতনে হৃদি-নিকেতনে
এ আশা পোষণ করি,
যুগে যুগে যেন জনমি ভারতে
ভারতেই পুনঃ মরি।
যে সুখ ল'ভেছি ভারতের বনে
ভ্রমি' ভ্রাতাদের সনে,

কণা মাত্র তার লভিতে নারিনু
ভ্রমিয়া নন্দন বনে।
ভ্রাতৃগণে ত্যজি' স্বরগে থাকিতে
পারিব না কদাচন,
এ সুর-ভবন বটে সুশোভন
তবু উচাটিত মন।"
এ কথা শুনিয়া ধন্যবাদ দিয়া
কহিলা দেবের প্রভু,
"সত্য বলিয়াছ স্বদেশের সম
নহে সুরপুর কভু।
প্রাণের দোসর স্বজন-সোদর
যে ভূমি-উপরে রাজে,
সে ভূমির সম সুখময় ধাম
পাবে না ভুবন মাঝে।"
একথা বলিয়া অর্জ্জুনে বিদায়
দিলা ত্রিদশের পতি,
ভ্রাতৃগণ-পাশে আসিলা অর্জ্জুন
হরষিত হ'য়ে অতি।
দিব্য অস্ত্রচয় লভিলা যেরূপে
নিবেদিলা যুধিষ্ঠিরে,

পরদিন প্রাতে আয়ুধ-কৌশল
দেখা'তে লাগিলা ধীরে।
দেবতাগণের আদেশে তখন
আসিয়া নারদমুনি,
নিবারিলে তায়, অস্ত্র সংবরিলা
পার্থ তাঁর কথা শুনি।
পাণ্ডবেরা পরে দ্বৈতবন-মাঝে
যামুন পর্ব্বতে যান,
বিশাখ যূপেতে * গিয়া হরষেতে
করিলেন অবস্থান।

* বিশাখযূপ নামক স্থানে।

অজগর কর্ত্তৃক ভীম আক্রমণ।

মৃগয়া কারণে এক দিন ভীম
গিয়াছিলা গিরি' পরে,
অতীব ভীষণ অজগর এক
তাঁহারে জড়া'য়ে ধরে।
নহুষ নামক রাজা ছিনু আমি
কহিল সে অজগর,
"অগস্ত্যের শাপে সর্প যোনি পেয়ে
এসেছি অবনী' পর।
তোমারে এক্ষণ করিব ভক্ষণ
ত্যজিব না কদাচন,
যে আসে হেথায় ভক্ষিয়া তাহায়
করি ক্ষুধা নিবারণ।"

মরমের ব্যথা (১) জানাইলে উভে
নিজ পরিচয় দিয়া,
ধৌম্য ঋষিসহ * যুধিষ্ঠির তথা
উপনীত হন গিয়া।
ভুজগ-বেষ্টিত হেরি' ভীমে ক'ন
যুধিষ্ঠির নৃপবর ;
"হেন দশা তব কেন বা ঘটিল ?
কেবা এই অজগর ?"
ভুজগাক্রমণ সুবিশদভাবে
বৃকোদর তাঁরে কহি,
দিলা পরিচয় "নহুষ নৃপতি
ছিল আগে এই অহি।
অগস্ত্যের শাপে সর্পযোনি পেয়ে
পড়েছে ধরণী পরে,
যে আসে নিকটে তাহারে ভক্ষিয়া
ক্ষুধা নিবারণ করে।"

(১) নহুষ সর্পযোনি প্রাপ্তির এবং ভীম বনবাসের কারণ দুঃখের সহিত জানাইয়াছিলেন।

* ধৌম্য ঋষি পাণ্ডবদের পুরোহিত ছিলেন।

ইহা শুনি' পরে কহিলা ভুজগে
যুধিষ্ঠির মহাপ্রাণ,
"ভীমে কর ত্যাগ অন্য আহারীয়
তোমারে করিব দান।
কহিল ভুজগ প্রশ্নের উত্তর
দিতে পার যদি মোরে,
ইহারে ত্যজিব নতুবা ভক্ষিব
ক্ষুধা নিবারণ তরে।
একথা শুনিয়া কহিলা বিনয়ে
যুধিষ্ঠির যশোধন,
"যথাসাধ্য আমি দিব গো উত্তর
তুষিতে তোমার মন।
ব্রাহ্মণগণের বেন্ত পুরুষেরে
হইয়াছ কিনা জ্ঞাত ?
ইহা না জানা'লে তোমার প্রশ্নের
উত্তর দিবনা ত।"
কহিল ভুজগ বুঝিতে পারিনু
তুমি অতি মতিমান্,
ব্রাহ্মণই কেবা ? বেন্ত তার কিবা ?
করহ উত্তর দান।

উত্তর।

ক্ষমা, সত্য, দান, অহিংসা, শীলতা
সংযমাদি গুণচয়,
যে জনের মাঝে সতত বিরাজে
সে জন ব্রাহ্মণ হয়।
শোক-দুঃখ-ভার থাকেনাক আর
যাহারে পাইলে পর'
সুখ-দুঃখ-হীন ব্রহ্ম, বেদ্য ভবে
বুঝিলে ভুজগবর?

প্রশ্ন।

ক্ষমা, সত্য, দান, অহিংসা প্রভৃতি
শূদ্রেরও মাঝে রয়,
শূদ্রও কি তবে ব্রাহ্মণ হইবে?
কহ মোরে সদাশয়।

উত্তর।

ব্রাহ্মণ-তনয় নহেক ব্রাহ্মণ,
শূদ্র শূদ্রের সুত,
সেই ত ব্রাহ্মণ জগতে যেজন
বৈদিক আচার-যুত।

সদাচার-চয় যে শূদ্রের মাঝে
সদা বিরাজিত রহে,
সে হয় ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের সুত
কদাচারী হ'লে নহে।

প্রশ্ন।

সুখ-দুঃখ-হীন কোন বস্তু কভু
জগত--মাঝে না রয়,
যদি থাকে, তবে বুঝেবা কিরূপে
লভে বা মানবচয় ?

উত্তর।

জগৎ-মাঝারে অনিত্য বস্তুতে
সুখ-দুঃখ-বোধ রয়,
পরব্রহ্ম সদা সুখ-দুঃখ হীন
ব্রহ্মবিদ্‌গণে কয়।
ব্রহ্মচর্য্য-বলে * সে নিত্য পুরুষে
বুঝে ব্রহ্মচারী নর,
লভিতেও পারে, অচলা ভকতি
রাখে যদি তদুপর।

* যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি। (গীতা ৮ম অধ্যায় শ্লোকঃ।)

প্রশ্ন।

ব্রহ্মচারী কেবা ব্রহ্মচর্য্য কিবা ?
পালনের নীতি তার,
সুবিশদ-ভাবে ক্রমে ক্রমে তুমি
কহ মোরে গুণাধার।

উত্তর।

সুসংযমী জন ব্রহ্মচারী জেনো
নিরমল তাঁর মন,
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ব্রহ্মচর্য্য বলি'
প্রকাশে মনীষিগণ।

মদ্য, মাংস, নারী গন্ধ, মাল্য, রস
বিকৃত আহার যত,
তৈলাদিমর্দ্দন ছত্রনেত্রাঞ্জন
পাদুকাদি—ভোগ শত,

কাম-ক্রোধ-লোভ সঙ্গীতোপভোগ
দ্যূত, জনবাদ, গ্লানি,
অনৃত কথন রমণী-প্রেক্ষণ
হত্যা-উপঘাত-প্রাণী ;

এ সব ত্যজিলে বিভু আরাধিলে
তবে ব্রহ্মচারী হয়;
এ নিয়মে চলি' সমূহ নরেই
হ'তে পারে তেজোময়!
বিশেষতঃ ইহা শিক্ষার্থিগণের
অতি উপকারী ভবে,
ব্যতিক্রম হ'লে লভেনাক ফল
দুরবল হয় সবে।
সুনীতি পুস্তক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে
সদা মনোযোগী হ'য়ে,
কুচিন্তা ত্যজিয়া বিভুরে ভজিলে
ব্রহ্মচর্য্য স্থির রহে।
এতে দেহ মন হইলে শোধন
সাধনে মুকতি পায়,
ইহ জনমেই ব্রহ্ম দরশনে
সুখে প্রাণ ভরি' যায়!
স্বচ্ছ সরোবরে রবি-শশিছায়া
প্রকাশিত হয় যথা,
ব্রহ্মচারী মনে ভগবদ্রূপ
বিকাশিত হয় তথা।

রস ও শোণিত মাংস-মেদ আর
অস্থি ও মজ্জার সার,
শুক্র নাম ধারী জনমে যে ধাতু
শরীরে ক্ষমতাধার ;
তাহার ধারণ ব্রহ্মচর্য্য জেনো
আহরে প্রভূত বল,
হলে বহু ক্ষয় সকলেরি হয়
তনু-মন সুবিকল।
আধি-ব্যাধি যত হয় সমাগত
স্মৃতিশক্তি কমে অতি,
বিনাশের পথে যেতে হয় ধ্রুব
সংযমে না দিলে মতি।
বিন্দুপাতে হয় * নিকট মরণ
ধারণে জীবন লাভ,
কান্তি বিকাশিয়া ভ্রান্তি বিনাশিয়া
আনয়ে অমরভাব।

---

* মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ
বিন্দু—শুক্র। (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনে মানব
দেবতা সদৃশ হয়,
তনু-মনোবল বাড়ে অবিরল
স্মৃতিটী উজ্জল রয়।
রোগ-শোক কভু নিকটে না আসে
দূরে করে পলায়ন,
সর্ব্ব উন্নতির মূলমন্ত্র ইহা
বলে সদা বুধগণ।
ভ্রমে মোহে যারা ব্রহ্মচর্য্য-হারা
চিররোগী অতি ক্ষীণ,
ব্রহ্মচর্য্য পুনঃ পালনে তাদের
দেহ হয় সুনবীন।
রহেনাক রোগ জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ
উজলয় প্রাণ আসি ;
ঘুচে দুঃখচয়, হয় যে উদয়
বদনে বিমল হাসি !
ব্রহ্মচর্য্য পুনঃ পালনের ফলে
বিশ্বামিত্র মহামুনি,
ভীষণ প্রভাব দেখাইলা ভবে
পুরাণে র'য়েছে, শুনি।

অনিদ্রোপবাসে চৌদ্দ বর্ষ যাপি'
সুমতি লক্ষ্মণ বীর,
ইন্দ্রজিতে নাশ করিলা হেলায়
ধরিয়া ধনুক-তীর।
যে পরশুরাম একবিংশবার
নাশিলা ক্ষত্রিয়গণে,
চির-ব্রহ্মচারী ভীষ্ম মহাবীর
তাঁরে পরাজিলা রণে।
অসাধ্য সাধিতে পারে সে মহীতে
চির-ব্রহ্মচারী যেই,
তাহার সমান মহা বলবান্
অপর কেহ ত নেই।
অজগর-দেহ করি' পরিহার
দিব্যদেহ ধরি' পরে,
নহুষ নৃপতি যুধিষ্ঠিরে ইহা
কহিলেন স্নেহ ভরে,—
"আমাদের কুল হ'ল অতি পূত
তব গুণে মহামতি,
লভহ কল্যাণ আমি এইবার
সুরপুরে করি গতি।

বুঝিনু এখন জাতি কুল কোন
করম-সাধক নয়,
সত্য, দম, দান অহিংসা প্রভৃতি
সমূহ সাধক হয়।
একথা বলিয়া নহুষ নৃপতি
সুরপুরে চলি' যান,
ভীম-ধৌম্য সহ * আসিলা আশ্রমে
যুধিষ্ঠির মতিমান্।
ইহার পরেতে পাণ্ডবেরা পুনঃ
যাইলা কাম্যক বনে,
শ্রীকৃষ্ণ সেখানে হন উপনীত
প্রিয়া সত্যভামা সনে।
মার্কণ্ডেয় মুনি পাণ্ডবে হেরিতে
তথা হন সমাগত,
কৃষ্ণ অনুরোধে বিবৃত করিলা
পুরাবৃত্তসার কত,
রাম-উপাখ্যান সাবিত্রীর কথা
শুনাইলা সযতনে,

---

* যুধিষ্ঠির মহর্ষি ধৌম্যের সহিত ভীমের অন্বেষণে গিয়াছিলেন

পাণ্ডবেরা তাহা শ্রবণ করিয়া
লভিলা পুলক মনে,
কিছুদিন পরে লইয়া বিদায়
কৃষ্ণ দ্বারকায় যান,
পাণ্ডুসুতগণ দ্বৈতবনে ফিরি'
করিলেন অবস্থান।
রমণীয় এক সরোবর তীরে
কুটীর বাঁধিয়া র'ন,
দিন ব্যাপী এক যজ্ঞ আরম্ভিলা
যুধিষ্ঠির যশোধন।

কৌরবগণের ঘোষ-যাত্রা।

পাণ্ডুসুত সবে অতি দীন ভাবে
বনবাসে রহে যবে,
ঘোষ-যাত্রা ছলে কুরুগণ চলে
দেখা'তে বিভব তবে।
ভোগ সুখ ধন করি' প্রদর্শন
প্রদানিতে ক্লেশ মনে,
দ্বৈতবন মাঝে গেল কুরুগণ
স্বজনগণের সনে।
চিত্রসেন নামে গন্ধর্ব্ব-রাজের
ভগ্ন করে উপবন,
সে গন্ধর্ব্ব আসি' কুরুগণ সনে
করিল বিষম রণ।
কৌরব সেনারা পরাজিত হ'য়ে
ভয়ে পলায়ন করে;
দুর্য্যোধন একা সমর ভূমিতে
রহিল সাহস-ভরে।

গন্ধর্ব্ব উপরে বরষিল পরে
তীক্ষ্ণতর শর অতি,
তুরগ সারথি রথাদি ছেদিল
ক্রোধে গন্ধর্ব্বের পতি।
রথহীন হ'য়ে ভূতলে পড়িলে
নিকটে আসিয়া শেষে,
জীবিতাবস্থায় দুর্য্যোধনে বাঁধি'
ল'য়ে যেতে চায় দেশে।
নারীগণ আর ভ্রাতৃগণ সহ
তারে বাঁধি' ল'য়ে যায়।
সেনা-সচিবেরা * যুধিষ্ঠির পাশে
আসিয়া শরণ চায়।
কহিল কাতরে "কুরু-ভূপতিরে
রক্ষুন করুণা ক'রে,
গন্ধর্ব্বেরা তাঁয় বাঁধি' লয়ে যায়
ভ্রাতা-নারী সহ জোরে।"
মন্ত্রি-সেনামুখে ইহা শুনি' দুখে
যুধিষ্ঠির মহাপ্রাণ,

* মূল মহাভারতে এইরূপ আছে; কাশীরাম দাসের মহাভারতে লিখিত আছে স্ত্রীলোকগণ দূত পাঠাইয়াছিল।

অনুজ সমূহে কহিলা,—"সত্বর
সুযোধনে কর ত্রাণ।"
নিবেদিল ভীম "রিপুরে উদ্ধারি'
নাহি দাদা প্রয়োজন।
পাপ-তরু রোপি' লভে ফল পাপী
নীচাশয় কুরুগণ।
বনবাস পরে বহু প্রয়াসেতে
মোরা সাধিতাম যাহা,
ভাগ্যগুণে আজি গন্ধর্ব্বেরা আসি'
সাধন করিল তাহা।"
সেনা-সচিবাদি সবারে শুনা'য়ে
কহিতে লাগিলা পরে,
দুর্দ্দশা মোদের হেরি' কুমন্ত্রীরা
কত হেসেছিল ঘরে।
গরবের বশে অক্ষম উপরে
অত্যাচার করে লোক,
প্রতিফলরূপে অপরের পাশে
পায় ক্লেশ বহু শোক।
ওরা রবে সুখে মোরা রব দুখে
যারা ভেবেছিল মনে,

কৌরবের দশা দেখিয়া এখন
বুঝুক সে মূঢ়গণে।
কি সৌভাগ্য এ যে মোদের হিতৈষী
এ মহীমণ্ডলে রয়,
মোরা চেষ্টাহীন আমাদের ভার
অপরে আসিয়া বয়।"
এই কথা শুনি' কহিলেন ভীমে
যুধিষ্ঠির স্নেহভরে,—
"এরূপ সময়ে হেন ব্যবহার
সুজনে কভু না করে।
ভীষণ রিপুও আসিলে আলয়ে
সাধু তোষে তার প্রাণ,
ছেদক জনারে তরুগণ করে
অকাতরে ছায়া দান।
শত্রু রক্ষা করা বর-প্রাপ্তি আর
রাজ্য-পুত্র লাভ সম,
শরণাভিলাষী রিপু রক্ষি' পাবে
সুযশ অধিকতম।
জ্ঞাতি বিসম্বাদ সততই ঘটে
কুল-ধর্ম্ম তবু রয়,

কুল-অপকারী অপরে শাসিতে
সবে একমত হয়।
দিলা ভ্রাতৃগণে কত সযতনে
উপদেশ এই মত,
গৃহ-বিবাদেতে ভেবো ভাই সবে
মোরা পাঁচ ওরা শত।
দ্বন্দ্বে পর সনে ভাবিও আমরা
একশত পাঁচ ভাই।
তাহ'লে কখন রিপুরা সাহসে
আঁটিয়া উঠিবে নাই।
তোমাদের বলে দুর্য্যোধন আদি
আশা করে বাঁচিবার,
ইহার অধিক সুখের বিষয়
ধরাতে কি আছে আর ?
এবে যজ্ঞ মোর আরম্ভ না হ'লে
ধাবিতাম আমি ত্বরা,
খ্যাতি পুণ্যকর করমের শ্রেয়ঃ
বিপন্নেরে ত্রাণ করা।"
সন্ধি সংস্থাপিতে পাইও প্রয়াস
প্রথমে, উদ্ধার তরে ;

না পাইলে ফল অল্পমাত্র বল
প্রকাশিও তার পরে।
তাহে না ত্যজিলে সমূহ কৌশলে
প্রয়োগিয়া প্রাণপণে,
গন্ধর্ব্বে শাসিয়া এনো উদ্ধারিয়া
সযতনে সুযোধনে।
এই কথা শুনি' ভীমার্জ্জুন আদি
ল'য়ে গদা ধনুর্ব্বাণ,
দুর্য্যোধনাদিরে ত্রাণ করিবারে
ত্বরিতে ছুটিয়া যান।
গন্ধর্ব্বপতিরে জানাইলা গিয়া
দুর্য্যোধনে দাও ছাড়ি';
সে দিল উত্তর "হবেনাক তাহা
ল'য়ে যাব এরে বাড়ী।"
এ শুনি' তখন ভাই চারিজন
সমরে হইলা রত,
গন্ধর্ব্বগণের বহুল সেনায়
করিতে লাগিলা হত।
গন্ধর্ব্বেরা ক্রোধে উঠিয়া আকাশে
বাণ বরিষণ করে;

পার্থ সে সকল করিলা বিফল
ত্বরায় শাণিত শরে।
ইন্দ্রজাল আদি বহু অস্ত্রে পুনঃ
ব্যাকুলিলা সেনা সব,
দহ্যমান হ'য়ে ভীষণ চীৎকারে
করে তারা ঘোর রব।
ইহা নিরখিয়া গন্ধর্ব্বের পতি
অতিশয় ক্রোধ করি',
অর্জ্জুনের প্রতি হইল ধাবিত
লৌহ-গদা করে ধরি'।
নিমিষে অর্জ্জুন শরজালে তাহা
ছেদিলে সাতটী ভাগে,
বিত্থার প্রভাবে লুকায়ে আকাশে
যুঝে সে বিষম রাগে।
বরষি' বিশাল দিব্য শরজাল
ঢাকে পার্থ বীরবরে,
পলকে অর্জ্জুন সকল অস্ত্রই
নিবারিলা তেজোভরে।
অতি দ্রুতবেগে নিক্ষেপিলা পুনঃ
সুশাণিত শরচয়,

গগনে মায়াবী লুকা'য়েছে বলি'
সকলি বিফল হয়।
দিব্য অস্ত্র কত করি' মন্ত্রপূত
আরো নিক্ষেপিয়া জোরে,
বধিবারে তায় শব্দভেদী বাণ
করিলা প্রয়োগ পরে।
পার্থ-শরাঘাতে অতীব কাতর
গন্ধর্ব্বের অধিপতি,
সমীপে তাঁহার করি' আগমন
কহিল করিয়া নতি।
"ওহে বীরবর * তব সখা আমি
চিত্রসেন নাম ধরি,"
হেরিয়া তাহারে থামিলা অর্জ্জুন
অস্ত্র সংবরণ করি'।
প্রতিসংহারিলা অন্য পাণ্ডবেরা
তাহা দেখি' ধনুঃশর,
কুশল জিজ্ঞাসি' আরোহিলা রথে
পরস্পরে তার পর।

* অর্জ্জুন ইন্দ্রালয়ে অবস্থানকালে চিত্রসেনের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাহার নিকট সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করেন।

কহিলা অর্জ্জুন সেনাগণ-মাঝে
সেই গন্ধর্ব্বের ভূপে,
"ভ্রাতা ভার্য্যাসনে কেন দুর্য্যোধনে
নিগ্রহিলে হেন রূপে ?"
কহিল সে তাঁরে পারিনু বুঝিতে
থাকি' নিজ নিকেতনে,
তোমাদের মনে ক্লেশ দিতে পাপী
এসেছে সদলে বনে।
সুরেশ্বরো এর বুঝি' অভিলাষ
আদেশ করিলা মোরে,
আজি দুর্য্যোধনে স্বজনাদি সনে
আনহ বন্ধন ক'রে।
পাণ্ডবগণেরে রক্ষা ক'রো তথা
অরাতি সমূহে শাসি',
সুররাজাদেশে ক'রেছি একাজ
এই প্রদেশেতে আসি'।
দাও হে বিদায় দুর্য্যোধনে ল'য়ে
যাই সুরেশের পাশে,
অভিলাষ তাঁর রিপুরে তোমার
রাখিবেন কারাবাসে।"

ইহা শুনি' পরে কহিলা অর্জ্জুন
"তাহা হ'তে দিব নাই,
যুধিষ্ঠির সম পূজনীয় মম
এই দুর্য্যোধন ভাই।
বহুবিধ ক্লেশ দিলেও মোদেরে
ভাবিতে নারিব পর,
আপন বংশের অপমান কভু
সহিতে না পারে নর।
বিশেষতঃ আরো দাদা যুধিষ্ঠির
আদেশ করিলা দাসে,
"সুযোধনে আজি করিয়া উদ্ধার
আনহ আমার পাশে।"
ধর্ম্মরাজ পাশে এখনি ইঁহারে
ল'য়ে যাব ত্বরা করি',
সখা হে তুমিও চল মোর সনে
লজ্জা ভয় পরিহরি'।"
এ কথা শুনিয়া কহে চিত্রসেন
"দুর্য্যোধন পাপী অতি,
ছাড়িতে ইহারে এখনো আমার
হয় না কিছুতে মতি।

এসেছিল পাপী ক্লেশ দিতে মনে
ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর,
দুষ্ট অভিপ্রায় নারিলা বুঝিতে
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির।
চল, এবে তাঁর নিকটে যাইয়া
করি সব নিবেদন,
পরে তিনি যাহা কহিবেন, তাহা
করা হবে সুসাধন।"
সকলে মিলিয়া যুধিষ্ঠির পাশে
ত্বরিতে আগত হয়,
কৌরবগণের মন্দ অভিপ্রায়
বিশদভাবেতে কয়।
তাহাদের মুখে সুধী যুধিষ্ঠির
সে সব হইয়া শ্রুত,
বনিতাদি সনে রাজা দুর্য্যোধনে
মোচন করিলা দ্রুত।
অনুচর সহ গন্ধর্ব্ব রাজেরে
প্রশংসা করিয়া ক'ন,
"বুঝিলাম আমি উপকারী মম
তোমরা সকল জন।

সমর্থ হইয়া বধনি কৌরবে
ইহা মম উপকার,
তোমাদেরে হেরি' ল'ভেছি যে প্রীতি
সে কথা কি কব আর।
দিয়া প্রাণ-মন করিব সাধন
কি বাসনা বল তাই,
স্বাভিলাষ পূরি' যাও ঘরে ফিরি'
দেরী ক'রে কাজ নাই।"
অনুমতি পেয়ে গন্ধর্ব্ব সকল
গমন করিল দেশে,
সুধা বরিষণে হত সেনাগণে
ইন্দ্র বাঁচাইলা শেষে।
জ্ঞাতি রিপুগণে করি' পরিত্রাণ
অতি প্রীত হ'য়ে পরে,
রাজা যুধিষ্ঠির ডাকি' দুর্য্যোধনে
কহিলেন স্নেহ,ভরে,—
"এরূপ সাহস করিও না কভু
প্রিয় ভাই সুযোধন,
অসম সাহসী পারে না জগতে
সুখী হ'তে কদাচন।

ভ্রাতৃ-গণ সহ নিজ গৃহে যাও
ভাবিও না কোন দুখ”
যুধিষ্ঠিরে নমি’ ফিরে দুর্য্যোধন
হ’য়ে অতি ম্লান-মুখ।
আতুরের সম মৃদুল গমনে
গৃহ অভিমুখে ফিরে,
লজ্জা-দুঃখে যেন বিদরে-হৃদয়
ভাসিয়া নয়ন-নীরে।
অনশনব্রত করিয়া গ্রহণ
প্রাণ ঘুচাইতে চায়,
কর্ণ ও শকুনি বুঝাইতে তারে
কত না প্রয়াস পায়।
রসাতলে এবে সুর-পরাজিত
দারুণ দানব-চয়,
যজ্ঞ অনুষ্ঠিলে, অপরূপা এক
দেবী আবির্ভূত হয়।
কি করিতে হবে? জিজ্ঞাসিলে দেবী
কহিল দানবগণ,—
“অনশনে রত দুর্য্যোধনে হেথা
দ্রুত কর আনয়ন।”

নিমিষের মাঝে সে দেবী আসিয়া
দুর্য্যোধনে লয়ে যায়,
রজনীযোগেতে হ'ল হরষিত
হেরি দানবেরা তায়।
কহিল তাহারা শিবেরে তুষিয়া
তোমারে ল'ভেছি আগে,
তব শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ গঠিত
অশনির সারভাগে।
ধরাতলে যথা পাণ্ডব সমূহ
দেবতাগণের গতি,
দানবগণের একমাত্র গতি
তুমি তথা কুরুপতি।
বহুল দানব লয়েছে জনম
ক্ষত্রিয়গণের ঘরে,
রণে তারা তব হইবে সহায়
রিপু-বিনাশন তরে।
দ্রোণ ভীষ্ম কৃপ পাণ্ডবগণের
হিত অভিলাষী অতি,
তাদের শরীরে অসুরেরা পশি'
বিকৃত করিবে মতি।

নিরদয় ভাবে বুঝিবে তাহারা
নিশ্চয় পাণ্ডব সনে,
ভয় কি রাজন্ দৃঢ় কর মন
লভিবে বিজয় রণে।
নরকাসুরের আত্মা জনমিয়া
এসেছে রাধেয় রূপে,
অর্জ্জুনেরে সে ত নাশিবে নিশ্চিত
মজোনা নিরাশাকূপে।
সুররাজ ইহা জানিতে পারিয়া
অর্জ্জুনে রক্ষার তরে,
কর্ণ-পাশে আসি' কবচ-কুণ্ডল
হরিবে চাতুরী ক'রে।
সংসপ্তক নামে বহু দৈত্যে তাই
করিয়াছি নিয়োজিত,
পরিহর শোক অর্জ্জুনেরে তারা
বিনাশিবে সুনিশ্চিত।
ধরাতল মাঝে অদ্বিতীয় রাজা
হবে তুমি নর-রায়,
স্থির কর মন ত্যজোনা জীবন
হীন পুরুষের প্রায়।

স্নেহে আলিঙ্গিয়া দানবের দল
বিদায় দানিলে তায়,
সে দেবতা পুনঃ পূর্ব্ব স্থানে রাখি'
অন্তর্হিত হ'য়ে যায়।
ভাবিতে লাগিল পরে দুর্য্যোধন
স্বপন-কল্পিত সম,
পাণ্ডবে নাশিব সমরে নিশ্চয়
সখাদি-সাহায্যে মম।
প্রাতে কর্ণ বীর জাগাইয়া তায়
সাহস দানিলে মনে,
হস্তিনা নগরে করিল গমন
স্বজনগণের সনে।
সমূহ রাজারে পরাজিত করি'
রাধেয় আনিলে কর,
বৈষ্ণব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে
দুর্য্যোধন তার পর।
কর্ণ করে পণ— অর্জ্জুনে নাশিতে
না পারিব যত দিন,
গ্রহিব না জল ধুইব না পদ
ধরিব অসুর-চিন।

অথবা যাচকে যাচিবে যাহাই
তাহাই করিব দান,
প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দুর্য্যোধনাদির
পুলকে পূরিল প্রাণ।
দূত-মুখে ইহা শুনি ধর্ম্মরাজ
বিষাদিত হন অতি,
ত্যজি দ্বৈতবন অপর কাননে
যাইতে করিলা মতি।
হইলা ব্যাকুল কর্ণ শরীরের
দুর্ভেদ্য কবচ স্মরি',
ইন্দ্র পরে তাহা আনিলা যাচিয়া
রাধেয়ে ছলনা করি'।

পাণ্ডবগণের কাম্যক বনে গমন।

স্বপ্নে যুধিষ্ঠির হেরিলা একদা
আসি' মৃগ কতিপয়,
ভয়ে কম্পমান হ'য়ে অতি ম্লান
নিকটে দাঁড়ায়ে রয়।
'কিহেতু তোমরা দাঁড়ায়ে এখানে"?
কহিলা ধরম-রাজ,
নিবেদিল তারা "মৃগ মোরা নৃপ!
হ'তেছি নিঃশেষ আজ।
এই দ্বৈতবনে বহুকাল হ'তে
বসতি মোদের রয়,
তব ভ্রাতৃ-গণ আমাদের কুল
করিলেন প্রায় লয়।

করুণা করিয়া স্থানান্তরে গিয়া
বাস কর প্রীত মনে,
মৃগদের কুল হোক্ বরধিত
পুনরায় এই বনে।”
অনুজ সমূহে এ কথা জানা'য়ে
যুধিষ্ঠির মহামতি,
ত্যজি' দ্বৈতবন কাম্যক-কাননে
প্রভাতে করিলা গতি।
ফল-ফুল আর বহু মৃগ-যুত
সেই কমনীয় বন,
হরষে সেথায় রচিয়া কুটীর
রহিলা পাণ্ডবগণ।

জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী হরণ।

গিয়া হস্তিনায় দুর্য্যোধন হায়
ভাবে মনে পেয়ে ব্যথা,
"বেঁচে র'লে পর ঘোষিবে পাণ্ডবে
গন্ধর্ব্ব-সমর-কথা।
দ্রৌপদীরে হ'রে আনি যদি ঘরে
শোকে হীন-বল হবে,
পাণ্ডবে তখন করিব নিধন
ছলে বলে মোরা সবে।"
উপকারে মন গলে না কখন
যেবা দুরজন হয়,
পেয়ে উপকার করে অপকার
সেই ছার দুরাশয়।

জয়দ্রথে পরে　　পাঠায় কাননে
দ্রৌপদীরে নিতে হ'রে,
কত না লাঞ্ছিত　　হ'ল সে পামর
সেখানে ভীমের করে।
অতি ক্ষমাশীল　　যুধিষ্ঠির তায়
করিলা মুকতি দান,
নতুবা সেদিন　　মহাবীর ভীম
বধিতেন তার প্রাণ।
যুধিষ্ঠির ভীমে　　বুঝান যতনে
"জয়দ্রথ হ'লে হত,
দুঃশলা ভগিনী　　বিধবা হইয়া
বিলাপ করিবে কত।
জেঠা মহাশয়　　জেঠা'য়ের মনে
ক্লেশ কত জনমিবে,
কেমন করিয়া　　নিঠুর হইয়া
তাঁহাদেরে দুখ দিবে?
আর না শাসিয়া　　দাও এরে ছাড়ি'
এ যাউক্ নিজ ঘর,"
দাদার কথায়　　তখনি তাহায়
ত্যজিলেন বৃকোদর।

মনের দুখেতে তপ আচরিতে
জয়দ্রথ গেল পরে,
তুষি' আশুতোষে যাচিল সে বর
পাণ্ডব-নিধন তরে।
'অর্জ্জুন-ব্যতীত সমূহ পাণ্ডবে
করিবে যে পরাজিত,'
এই বর দিয়া দেব উমাপতি
হইলেন অন্তর্হিত।

ইন্দ্র কর্ত্তৃক কর্ণের কবচ কুণ্ডল গ্রহণ।

একদা সুরেশ আসি' কর্ণ পাশে
ব্রাহ্মণের বেশ ধ'রে,
কবচ-কুণ্ডল যাচিলা তাহায়
অর্জ্জুন-রক্ষার তরে।
অবিকৃত মনে করিয়া প্রদান
কর্ণ নিবেদিল তাঁয়,
অর্জ্জুনের তরে এ কাজ করিলে
বুঝিলাম দেবরায়!
একাঘ্নী নামক * অস্ত্র দাও মোরে
দেবরাজ! দয়া করি',

* এই ঘটনার পূর্ব্বে একদা সূর্য্য আসিয়া কর্ণকে বলিয়াছিলেন, "ইন্দ্র অর্জ্জুনের উপকারার্থ ছদ্মবেশে তোমার নিকটে কবচ ও কুণ্ডল যাচিতে আসিবে। তুমি কিছুতেই তাহা দিওনা। কর্ণ বলিল আমি কিছুতেই যাচককে নিরাশ করিব না। সূর্য্য তখন তাহাকে শিখাইয়া দেন, তুমি ইন্দ্রের নিকট একাঘ্নী অস্ত্র প্রার্থনা করিও, তাহা দ্বারা তোমার ভীষণ শত্রুকে নিধন করিতে পারিবে।

সঙ্কটের কালে আত্মরক্ষাতরে
তাহে বিনাশিব অরি।
"একবার ইহা হ'লে ব্যবহৃত
আসিবে আমার পাশে,"
কহিলা বাসব "দিতেছি আয়ুধ
রাখ গিয়া নিজ বাসে।"
লোক-পরম্পরা এ কথা শুনিয়া
পাণ্ডবেরা হন সুখী,
স্বজন-সহিত রাজা দুর্য্যোধন
হ'ল অতিশয় দুখী।

বকরূপী যক্ষের সহিত পাণ্ডবদিগের সাক্ষাৎ।

কাম্যবন ত্যজি' পরে পাণ্ডু-পুত্রগণ,
দ্বৈতবন মাঝে পুনঃ উপনীত হন।
কিছুদিন তথা বাস করিবার পরে,
একদা ব্রাহ্মণ এক কহে সকাতরে।
"ধর্ম্মরাজ! শুন মোর দুখের কারণ,
হরিণে করিল মম * অরণি হরণ।
বৃক্ষ কাণ্ডে রেখেছিনু যতনে তুলিয়া,
গাত্র ঘর্ষে মৃগ এক সেখানে আসিয়া!
শৃঙ্গেতে লাগিলে তাহা মৃগ ছুটি' যায়,
দয়াকরি' দাও মোরে আনিয়া ত্বরায়।
দ্বিজ-বাক্য শুনি' তারা মৃগ অন্বেষণে,
পদ-চিহ্ন অনুসরি' গেলা দূর বনে।
বহু বাণ প্রয়োগিলা নারিলা বিঁধিতে,
নিবিড় কাননে মৃগ পশিল ত্বরিতে।

---

* অরণি—ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি জ্বালিবার কাষ্ঠ।

অদৃশ্য হইলে মৃগ ভাই পঞ্চজন,
এক বটবৃক্ষ-মূলে বসিলা তখন।
ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর সবে পথশ্রান্ত অতি,
জলাশয় অন্বেষিতে করিলেন মতি।
নকুলে কহিলা ধর্ম্মরাজ মহাশয়,
উচ্চ বৃক্ষে আরোহিয়া দেখ জলাশয়।
তখনি নকুল এক বৃক্ষে আরোহিলা,
নাতিদূরে দীঘি এক দেখিতে পাইলা।
ধর্ম্মরাজে নিবেদিলা সে দীঘির কথা,
তিনি আদেশিলা তাঁরে "দ্রুত যাও তথা।
তূণে ভরি' জল আনি' তৃষ্ণা কর দূর,
তব গুণে শান্তি লভি সকলে প্রচুর।"
নকুল গেলেন দ্রুত সেই সরোবরে,
যক্ষ এক নিষেধিল জল পান তরে।
"প্রশ্নের উত্তর মম আগে করি' দান,"
কহিল সে, "তারপরে ক'রো জল পান।"
নকুল আকুল ছিলা অতি পিপাসায়,
জল পান করি ভূমে পড়িলেন হায়!
সহদেব, ধনঞ্জয়, বৃকোদর পরে,
ক্রমান্বয়ে আসিলেন সেই সরোবরে।

প্রশ্নের উত্তর কেহ না করিলা দান,
জল পান করি' সবে হারাইলা প্রাণ।
সেই স্থানে যুধিষ্ঠির গিয়া সর্ব্বশেষ,
ভ্রাতাদের দশা হেরি' কাঁদিলা বিশেষ।
বক-রূপী যক্ষ কহে "শুন হে রাজন্,
তব ভ্রাতাদের আমি হ'রেছি জীবন।
প্রশ্ন ক'রেছিনু, তার না দিয়া উত্তর,
জল পান করি' সবে গেছে যম-ঘর।
তুমিও হ'য়েছ অতি তৃষ্ণায় আতুর,
প্রশ্নের উত্তর দিয়া তৃষ্ণা কর দূর।"
যুধিষ্ঠির কহিলেন করিয়া বিনয়'
"জানিবারে ইচ্ছা করি' তব পরিচয়।"
আশীষিয়া কহিল সে "শুন রাজা কহি,
যক্ষ আমি, জলচর পক্ষী কভু নহি।"
ইহা বলি' নিজ রূপ করিল ধারণ,
পর্ব্বত সদৃশ বপুঃ অনল-বরণ।
তালবৃক্ষ সম উচ্চ বিরূপাক্ষ রূপ,
বিস্মিত হইলা অতি হেরি' ধর্ম্ম-ভূপ।
কহিলেন "কি জিজ্ঞাস্য কহ যক্ষেশ্বর,
বুদ্ধি-সাধ্য অনুসারে দিব হে উত্তর।"

যুধিষ্ঠিরে একে একে যক্ষ প্রশ্ন করে,
ধর্ম্মরাজ সদুত্তর দেন পরে পরে।

প্রশ্ন।

কেবা সূর্য্যদেবে করে সমুন্নত ?
কারা তার পাশে রয় ?
কেই বা তাহারে অস্তমিত করে ?
সে কোথায় নিবসয় ?

উত্তর।

ব্রহ্মাই সূর্য্যেরে করেন উন্নত
পাশে তাঁর দেবগণ,
অস্তমিত তাঁরে করেন ধরম
তিনি সত্যে সদা র'ন।

প্রশ্ন।

কিসে দেবভাব কিসে সাধু-ভাব
লভয়ে ব্রাহ্মণগণে, ?
নর-ভাব আর অসাধু-স্বভাব
ধরে কোন্ আচরণে ?

উত্তর।

বেদ-পাঠে দ্বিজ লভে দেবভাব,
সাধু-ভাব লভে তপে,

মরণে নৃ-ভাব, অসাধু-স্বভাব
ধরে পরীবাদে কোপে।

প্রশ্ন।

কিসেতে শ্রোত্রিয় হয়? কিসে পুত্রবান্?
কিসে বুদ্ধিমান্ হয়? কিসে সুমহান্?

উত্তর।

* শ্রুতিতে শ্রোত্রিয় হয়, যজ্ঞে পুত্রবান্
বৃদ্ধে সেবি' বুদ্ধিমান্ তপেতে মহান্।

প্রশ্ন।

ধনবান্ বুদ্ধিমান্ লোক সম্পূজিত—
কোন্ ব্যক্তি সজীবেও নহেক জীবিত?

উত্তর।

দেবতা-অতিথি-গুরু, আত্মা, পিতৃচয়
দানেতে তুষেনা যেই, সে জীবিত নয়।

প্রশ্ন।

পৃথিবী হইতে গুরুতর কেবা?
আকাশোচ্চ কোন্ জন?
পবনের চেয়ে কিবা দ্রুতগামী?
তৃণ হ'তে অগণন?

---

* শ্রুতি—বেদ।

উত্তর।

পৃথিবী হইতে গরীয়সী মাতা
আকাশোচ্চ পিতা হন,
চিন্তা তৃণাধিক, পবনের চেয়ে
অতি দ্রুতগামী মন।

প্রশ্ন।

কিবা পরিত্যাজ্য ভবে বিভব-কামীর,
মুনি, মানী কোন্ জন বল সত্য-ধীর।

উত্তর।

নিদ্রা তন্দ্রা ভয় ক্রোধ অলসতা আর,
দীরঘসূত্রতা ত্যাজ্য বিভবেচ্ছা যার।
সুখেতে নিস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন যেই,
স্থিরবুদ্ধি জিতেন্দ্রিয় মুনি জেনো সেই।
যে জন যতনে রাখে অপরের মান,
সে জনারে মানী বলে যত জ্ঞানবান্।

প্রশ্ন।

জগতে অস্থির কিবা, কিবা হয় স্থির ?
সে কথা এখন মোরে বল যুধিষ্ঠির।

উত্তর।

ভূপতির ভালবাসা, যাহা বলে খল,
অধর্ম্ম-অর্জ্জিত লক্ষ্মী, তরঙ্গ-সকল ;

সুখ অতি দুঃখ আর জীবন-যৌবন,
সংসারে অস্থির সদা বলে বুধগণ।
শৈশবে অভ্যস্ত বিদ্যা, সতের বচন,
ন্যায়ে উপার্জ্জিত লক্ষ্মী, যোগীদের মন;
কুলীনের সহ সখ্য, দেবতার বর,
সতী স্ত্রীর মনোবৃত্তি জেনো স্থিরতর।

প্রশ্ন।

মৃতরাজ্য, মৃতশ্রাদ্ধ, মৃত কোন্ জন?
মৃত যজ্ঞ কিরূপ? তা বল হে রাজন্।

উত্তর।

অরাজক রাজ্য মৃত, শ্রাদ্ধ দ্বিজহীন,
দরিদ্র পুরুষ মৃত, যজ্ঞ অদক্ষিণ।

প্রশ্ন।

আতুর, মুমূর্ষু আর প্রবাসী, গৃহীর
মিত্র কারা? সবিশেষ কহ যুধিষ্ঠির।

উত্তর।

বৈদ্য আতুরের মিত্র, দান মুমূর্ষের,
প্রবাসীর সঙ্গী মিত্র, ভার্য্যা গৃহস্থের।

প্রশ্ন।

ধর্ম্ম, যশ, সুখ, স্বর্গ এই চারিটীর
একমাত্র কি আশ্রয়? বল হে সুধীর।

উত্তর।

ধর্ম্মের আশ্রয় দয়া, দান সুযশের,
সুশীলতা সুখাশ্রয়, সত্য স্বরগের।

প্রশ্ন।

ধন মধ্যে কি উত্তম? লাভ মধ্যে কিবা?
সুখ মধ্যে কি উত্তম? সদুত্তর দিবা।

উত্তর।

ধন মধ্যে শাস্ত্র আর লাভেতে আরোগ্য,
সন্তোষই সুখ মধ্যে উত্তমের যোগ্য।

প্রশ্ন।

নয়ন মুদেনা কেবা হইলে নিদ্রিত?
জন্মিয়া কে স্পন্দহীন? কে বেগে বর্দ্ধিত?
কাহার হৃদয় নাই? কে একা বিচরে?
হিমের ঔষধ কিবা? এবে কহ মোরে।

উত্তর।

নিদ্রাকালে মৎস্যগণ মুদেনা নয়ন,
জন্মিয়া ডিম্বের কভু হয় না স্পন্দন।

পাষাণ হৃদয়হীন, নদী বেগে বাড়ে,
হিমের ঔষধ অগ্নি, তাতে হিম ছাড়ে।
একাকী বিচরে সূর্য্য আকাশ-উপর,
অনায়াসে পরীক্ষিতে পার যক্ষেশ্বর।

প্রশ্ন।

কি ত্যজিলে অর্থবান্ সুখী হয় লোক?
কি ত্যজিলে প্রিয় হয়? কিসে যায় শোক?

উত্তর।

কামনা ত্যজিলে লোকে হয় অর্থবান্,
লোভ রিপু বিসর্জ্জিলে সুখী হয় প্রাণ।
অভিমান তেয়াগিলে লোক-প্রিয় হয়,
ক্রোধ বরজিলে কভু শোক নাহি রয়।

প্রশ্ন।

কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? কোন্ ধর্ম্ম ফলবান্?
কারে সংযমিলে হয় শোকহীন প্রাণ?
কাহার সহিত সন্ধি ভঙ্গ নাহি হয়?
ইহার উত্তর মোরে কহ মহাশয়।

উত্তর।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম সকলের সার,
বৈদিক ধরম সদা ফলবান্ আর।

শোক ত থাকে না কভু মন সংযমিলে,
ভঙ্গ নাহি হয় সন্ধি সাধুসঙ্গে হ'লে।

প্রশ্ন।

কোন্ ব্যাধি অনন্ত বা এ ভবেতে হয়?
পুরুষের কোন্ শত্রু অতীব দুর্জ্জয়?
কীদৃশ মানব সাধু? অসাধু কেমন?
ইহার উত্তর শীঘ্র দাও হে রাজন্।

উত্তর।

লোভেরে অনন্ত ব্যাধি কহে জ্ঞানিগণ,
ক্রোধেরে দুর্জ্জয় রিপু ভাবে সুধীজন।
জীবে যার দয়া, সেই সাধু সদাশয়;
অসাধু জানিও তারে যেই নিরদয়।

প্রশ্ন।

কে পণ্ডিত? কে নাস্তিক? মূর্খ কোন্ জন?
কাম আর মৎসর কি? বল হে রাজন্।

উত্তর।

তাহারে পণ্ডিত জেনো ধর্ম্মবেত্তা যেই;
মূর্খই নাস্তিক আর মূর্খ নাস্তিকেই।
সংসারে আসক্তি কাম, হৃত্তাপ মৎসর;
যথাশক্তি সদুত্তর দিনু যক্ষেশ্বর।

প্রশ্ন।

কোন্ কর্ম্ম করিলে নরকে হয় গতি ?
ইহার উত্তর এবে দাও নরপতি।

উত্তর।

যাচক দরিদ্রে যেবা করিয়া আহ্বান,
পরিশেষে নাহি দিয়া করে প্রত্যাখ্যান,
বেদ-ধর্ম্ম-শাস্ত্র-দ্বিজ দেব-পিতৃ-ধর্ম্ম,
মিথ্যা বলি' প্রমাণয় না বুঝিয়া মর্ম্ম,
যে ধনীর দানে ভোগে নাহি থাকে মতি,
অক্ষয় নরক-মাঝে হয় তার গতি।

প্রশ্ন।

বুঝিয়া করিলে কাজ কিবা লাভ হয় ?
প্রিয় বাক্য কহিলে কি ঘটে মহাশয় ?
কিবা ফল বহু মিত্রে ? ধর্ম্মের সেবনে ?
ধর্ম্মরাজ সেই কথা বল হে এক্ষণে।

উত্তর।

বুঝিয়া করিলে কাজ লভে লোকে জয়,
প্রিয়বাদী সকলের সদা প্রিয় হয়।
বহুমিত্রশালী সুখে করয়ে বসতি,
ধর্ম্মের সেবনে লোকে লভয়ে সদ্গতি।

প্রশ্ন।

দেবাধিক পূজ্য ভবে কোন্ নরনারী ?
কোন্ দেশ স্বর্গাধিক রূপে মনোহারী ?
কেবা রমণীর গুরু সুপূজ্য দেবতা ?
ভব-ব্যাধি নাশ করে ভবে কোন্ কথা ?

উত্তর।

পিতামাতা দেবাধিক পূজ্য জেনো তুমি,
স্বর্গাধিক মনোহর নিজ জন্মভূমি।
পতিই নারীর গুরু সুপূজ্য দেবতা ;
ভব-ব্যাধি নাশ করে পরমেশ-কথা।

প্রশ্ন।

কিবা বার্ত্তা, কি আশ্চর্য্য, পথ কারে বলে ?
বল দেখি কেবা সুখী এই ভূমণ্ডলে ?

উত্তর।

দিবারাত্রিরূপ কাষ্ঠ সূর্য্যানলে জ্বালি'
মাস-ঋতু-হাতা ধরি' কাল শক্তিশালী ;
মহামোহ-কটাহেতে রাখি' প্রাণিচয়,
করিতেছে পাক, ইহা বার্ত্তা সুনিশ্চয়।

প্রতিদিন যায় জীব শমন-সদনে,
অবশিষ্ট লোক তবু ইহা ভাবে মনে ;—

"মোরা এই ধরাতলে চিরজীবী হই!"
এর চেয়ে কি আশ্চর্য্য আমি জ্ঞাত নই।

বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র ভিন্নরূপ হয়,
হেন মুনি নাই যার মত ভিন্ন নয়;
জ্ঞানের গুহাতে লীন ধর্ম্মতত্ত্ব-মত,
* মহতের আচরণ আদর্শ সুপথ।

অপ্রবাসী ঋণহীন হ'য়ে ভবে যেই,
শাকান্নে নিবারে ক্ষুধা সুখী জেনো সেই।

প্রশ্ন।

কখন্ কি হেতু কারা ত্যজে মিত্রচয়?
পুরুষ কে ভবে? কেবা শ্রেষ্ঠ ধনী হয়?

উত্তর।

লোভীদের মিত্রভাব চিরস্থায়ী নয়,
বিপদেতে ক্ষতি ভাবি' ত্যজে মিত্রচয়।
বহু পুণ্য-কর্ম্মে খ্যাতি লভে যেই জন,
তারেই পুরুষ বলে সুধী সাধুগণ।

---

* মহৎ যে হয়, তার সাধু ব্যবহার,
উপকার বিনা নাহি জানে অপকার।

অতীতে বা অনাগতে সুখ-দুঃখে যেই,
প্রিয়াপ্রিয়ে ভাবে সম শ্রেষ্ঠ ধনী সেই।

প্রীত হ'য়ে যক্ষ কহে "শুন নৃপবর,
তোমার উত্তরে তুষ্ট হইল অন্তর।
একটী ভ্রাতার মাত্র যাচ তুমি প্রাণ,
এখনি তোমায় তাহা করিব প্রদান।
ইহা শুনি' ধর্ম্মরাজ কহিলা কাতরে,
নকুলের প্রাণ ফিরি' দাও দয়া ক'রে।
সে কথা শ্রবণ করি' যক্ষ কহে হেন,
"ভীমে কিম্বা অর্জ্জুনেরে যাচিলে না কেন ?
মহাপরাক্রমী এরা, লভিলে জীবন,
কত উপকার তব হইত রাজন্।
যুধিষ্ঠির কহিলেন সেই যক্ষেশেরে,
ধর্ম্মেরে রক্ষিলে ধর্ম্ম রক্ষিবে মোদেরে।
ধর্ম্মেরে রক্ষিলে সদা রক্ষা পাব মোরা,
কদাচ হবে না মম ধর্ম্ম ত্যাগ করা।
কুন্তী মাদ্রী মাতা মম উভয়ে সমান,
উভয়ের পুত্র যেন করে পিণ্ড দান।
উভয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রহিলে জীবিত,
উভয় মাতাই সম হইবেন প্রীত।

মাতামহদ্বয় এতে পাইবেন জল;
বেশী কথা ক'য়ে যক্ষ আর কিবা ফল ?
এ কথা শুনিয়া যক্ষ হ'য়ে অতি প্রীত,
মৃত চারি পাণ্ডবেরে করিলা জীবিত।
যক্ষবাক্যে উঠিলেন পাণ্ডুপুত্রচয়,
ক্ষণমাত্রে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরীভূত হয়।
এক পদে দাঁড়ায়েছে যক্ষ সরোবরে,
যুধিষ্ঠির তারে ইহা জিজ্ঞাসিলা পরে।
"আপনারে যক্ষ বলি' নাহি লয় মনে,
কে আপনি, সেই কথা বলুন এক্ষণে।
হেন যোদ্ধা ভূমণ্ডলে নাহি কোন জন,
মম ভ্রাতাদের পারে হরিতে জীবন।
নিজগুণে বাঁচাইলা করুণা করিয়া,
এ দাসে করুন তুষ্ট পরিচয় দিয়া।
তখন কহিল যক্ষ, "ধর্ম্ম হই আমি,
আসিনু দেখিতে তোমা পাণ্ডবের স্বামি !
সত্য, যশ, দম, শৌচ, সরলতা, দান,
ব্রহ্মচর্য্য, তপ, লজ্জা মম দেহপ্রাণ।
অহিংসা, সমতা, শান্তি, অসূয়াহীনতা,
আমার ইন্দ্রিয় নৃপ ! জানিও সর্ব্বথা।

তোমার উপরে আমি প্রীত অতিশয় ;
কাম-ক্রোধাদিরে তুমি করিয়াছ জয়।
মঙ্গল হউক তব বর লহ এবে,
দুর্গতি ভুঞ্জেনা সেই যে আমারে সেবে।"
যুধিষ্ঠির এই বর যাচিলা তখন,
"অরণি-মন্থন দণ্ড লভুক ব্রাহ্মণ।"
ধর্ম্ম কহিলেন "তব পরীক্ষা কারণ,
মৃগবেশে সে অরণি ক'রেছি হরণ।
মন্থদণ্ডসহ তাহা দিতেছি তোমায়,
ব্রাহ্মণের করে তুমি দিও নররায়।
আরো অন্য বর লহ যাহা তব রুচি,
সে জন আমার প্রিয় যার মন শুচি।"
যুধিষ্ঠির নিবেদিলা তাঁরে যোড় করে,
"দ্বাদশ বরষ ঘুরিয়াছি বনান্তরে।
ত্রয়োদশ বর্ষ এবে সমাগত প্রায়,
যথা রব কেহ যেন টের নাহি পায়।
"বিরাট-নগরে র'য়ো" ধর্ম্মদেব ক'ন,
মম বরে চিনিতে নারিবে কোন জন।
যেরূপ ধরিতে এবে ইচ্ছা কর সবে,
সেরূপ ধরিয়া তথা মনসুখে রবে।

পুনরায় বর লহ সুমতি রাজন্,
তোমার কামনা আরো করিব পূরণ।"
যুধিষ্ঠির কহিলেন ধর্ম্মেরে তখন,
"প্রীত হ'য়ে যা দিবেন করিব গ্রহণ।
সংযমেতে করি যেন ষড়্‌রিপু জয়,
তপোদান সত্যে সদা মম মতি রয়।"
ইহা শুনি যুধিষ্ঠিরে কহিলা ধরম,
"স্বভাবতঃ গুণযুত তোমার মরম।
আরো ধর্ম্ম বিভূষণে হবে সুশোভিত,"
এ কথা বলিয়া তিনি হন অন্তর্হিত।
পরেতে পাণ্ডবগণ আশ্রমে আসিলা,
অরণি-মন্থনদণ্ড দ্বিজে অরপিলা।
অজ্ঞাতবাসের তরে করিয়া যুকতি,
বিরাট নগরে যেতে করিলেন মতি।
উচ্চ শমীবৃক্ষ ছিল পর্ব্বত উপরে,
অস্ত্র শস্ত্র রাখিলেন তা'তে যত্ন ক'রে।
সযতনে শব এক আনিলা খুঁজিয়া,
সেই তরুবর-শাখে রাখিলা বাঁধিয়া।
অদূরে রাখালগণে কহিলেন ধীরে,
শমীবৃক্ষে রাখিলাম মৃতজননীরে।

গাছের উপরে রাখা মৃতের সৎকার,
আমাদের এইরূপ আছে কুলাচার।
গন্ধে ভয়ে কোন লোক সেদিকে না যায়,
এ কারণে অস্ত্র শস্ত্র দেখিতে না পায়।

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস।

অস্ত্রশস্ত্রচয় শমীবৃক্ষে রাখি'
* বিরাট-ভবনে গিয়া,
পাণ্ডবেরা আর দ্রৌপদী রহিলা
ছদ্মবেশে লুকাইয়া।
'কঙ্ক' নাম ধরি' † ন্যায়াধীশ হ'য়ে
যুধিষ্ঠির তথা র'ন,

* বিরাট রাজার গৃহে।

† ন্যায়াধীশ—মন্ত্রী।

পাশক্রীড়া করি' বিরাট-ভূপের
তুষিতেন সদা মন।
ব্রহ্মচর্য্য আর ধর্ম্ম-শাস্ত্র কথা
শুনা'তেন গুণাধার,
মণি-রত্নাদির মূল্য নিরূপণ
করিতেন ঘরে তাঁর।
বল্লব নামক সূপকার হ'য়ে
ভীম র'ন পাকশালে ;
মল্লযুদ্ধ আদি ক্রীড়া দেখাইয়া
তুষিতেন মহীপালে।
'বৃহন্নলা' নাম ধরিয়া অর্জ্জুন
রহিলা নর্ত্তকীবেশে ;
পুরবালাগণে নৃত্য-বাদ্য-গীত
শিখা'তেন সবিশেষে।
'গ্রন্থিক' এ নাম ধরিয়া নকুল
র'ন অশ্বশালা মাঝে ;
'তন্ত্রিপাল' নাম ধরি' সহদেব
রহিলা গো-সেবা কাজে।
গোধনের সেবা নহে হীন কাজ
সকলে রাখিও মনে,

রাজসুতেরাও গো-সেবা করিত
পুরাকালে সযতনে।
পাণ্ডব সমূহ * আরো নিজেদের
পঞ্চ গুপ্ত নাম রাখি'
গোপনেতে দিন যাপিতে লাগিলা
বিরাট-ভবনে থাকি'।
সৈরিন্ধ্রীর বেশে অন্তঃপুর-মাঝে
রহিল দ্রুপদ-সুতা,
উচ্ছিষ্ট না ছুঁ'ত পদ না সেবিত
থাকিত সতত পূতা।
দ্রৌপদী উপরে পাশবিক ভাব
প্রকাশিতে গিয়া পরে,
বিরাট-শ্যালক সেনানী কীচক
ভীমের করেতে মরে।
পরে কুরুগণ বিরাট গোধন
সবলে লইয়া চলে'
তা শুনি' অর্জ্জুন ধরি' ধনুর্গুণ
উদ্ধারিলা ধেনুদলে।

* পাণ্ডবেরা নিজেদের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল এই পাঁচটী গুপ্ত নাম রাখিয়াছিলেন।

অজ্ঞাতবাসান্তে পাণ্ডবগণের
পরিচয় যবে পান,
বিরাট ভূপতি কন্যা উত্তরায়
অর্জ্জুনে সঁপিতে চান।
ধনঞ্জয় সুধী ভাবিয়া শিষ্যায়
স্বীয় দুহিতার সম,
কহিলা বিরাটে "ত্যজহ বাসনা
সে যে সুতাপ্রায় মম।"
নিজের তনয় অভিমন্যু সহ
পরিণয় তার দিয়া,
তুষিলা সুমতি সব্যসাচী বীর
বিরাট রাজার হিয়া।

অজ্ঞাতবাসান্তে পাণ্ডবগণের রাজ্য প্রার্থনা।

পাণ্ডব সকলে ফিরিয়া আসিলে
তের বছরের পরে,
ক্রূর দুর্য্যোধন রাজ্য প্রত্যর্পণ
কিছুতেই নাহি করে।
দূত রূপে নিজে যাইয়া মাধব
বিবাদ মিটা'তে চান,
দুর্য্যোধন হায় তাঁহার কথায়
কিছুতে না দিল কাণ।
করি' অহঙ্কার দিল উপহার
বহু ক্ষীর সর দুধ,
ফেলিয়া সে সব খাইলা কেশব
বিদুরের ঘরে ক্ষুদ!
পত্র পুষ্প ফল কিম্বা শুধু জল
সঁপিলে ভকতি ভরে,

ভক্তি-দত্ত সেই উপহার তিনি
লন সদা সমাদরে।
কভু অহঙ্কারে ষোড়শোপচারে
পূজিলে না লন হরি,
ভকতির ভরে বিষ দিলে পরে
গ্রহেন আদর করি'।
পাঁচখানি গ্রাম চাহিলেন পরে
কৌরব সভায় গিয়া,
সে কথা শুনিয়া কহে দুর্য্যোধন
অতি ক্রোধে গরজিয়া।
"সুতীক্ষ্ণ সূচীতে * ভেদিবে যে ভূমি
তার অর্দ্ধ কদাচন,
বিনা রণে আমি দিব না কেশব
করিয়াছি হেন পণ।"
শ্রীকৃষ্ণ তখন কহিলা তাহায়
"না শুনিলে হিতবাণী,

---

* সূচ্যাগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন ভিদ্যতে যা চ মেদিনী
তদর্দ্ধং নৈব দাস্যামি বিনাযন্ত্রেন কেশব।

সবংশে মরিতে করিয়া কামনা
হইয়াছ অভিমানী।
রণে ভ্রাম্যমান * পার্থ ধনুর্দ্ধরে
গদাহস্ত বৃকোদরে,
হেরিবে যখন সঁপিবে তখন
মেদিনী পাণ্ডব-করে।”
শুনি' এ বচন মূঢ় দুর্য্যোধন
শ্রীকৃষ্ণে বাঁধিতে চাহে,
ক্রোধোদ্দীপ্ত তাঁর মূরতি নিরখি'
বিরত হইল তাহে।
গরবিত জন নিগড়ে কখনো
বাঁধিতে না পারে তাঁরে,
ভকতির ডোরে বাঁধা র'ন হরি
সদা ভকতের দ্বারে।
কুরুক্ষেত্র মাঠে কৌরব-পাণ্ডবে
হ'ল পরে মহারণ,

---

* যদা যদা দ্রক্ষ্যসি বানর ধ্বজং, ধনুর্দ্ধরং মধ্যম পাণ্ডবং রণে গদাগ্রহস্ত ভ্রমিতং বৃকোদরং, তদা তদা দাস্যসি মূঢ় মেদিনীং

উভে অষ্টাদশ * অক্ষৌহিণী সেনা
করে তা'তে আহরণ।
পাণ্ডব-পক্ষেতে সাত অক্ষৌহিণী
সেনা সংগৃহীত হয়,
এগার অক্ষৌণী বলিষ্ঠ সৈনিক
কৌরব-পক্ষেতে রয়।

---

* এক হস্তী এক রথ, পঞ্চ পদাতিক
তিন অশ্বে পত্তি হয়; ত্রিগুণে ক্রমিক—
সেনামুখ, গুল্ম, গণ, বাহিনী, পৃতনা,
চমূ, অনীকিনী, দশে অক্ষৌহিণী সেনা।

হস্তী		রথ		পদাতিক		অশ্ব		
১	—	১	—	৫	—	৩	=	পত্তি

পত্তিকে ক্রমান্বয়ে তিনগুণ শেষে অনীকিনীকে দশগুণ)

৩	৩	১৫	৯ =	সেনামুখ
৯	৯	৪৫	২৭ =	গুল্ম
২৭	২৭	১৩৫	৮১ =	গণ
৮১	৮১	৪০৫	২৪৩ =	বাহিনী
২৪৩	২৪৩	১২১৫	৭২৯ =	পৃতনা
৭২৯	৭২৯	৩৬৪৫	২১৮৭ =	চমূ
২১৮৭	২১৮৭	১০৯৩৫	৬৫৬১ =	অনীকিনী
২১৮৭০	২১৮৭০	১০৯৩৫০	৬৫৬১০ =	অক্ষৌহিণী

রুচি অনুযায়ী দুই পক্ষে মিলে
সামন্ত নৃপতিগণে,
শ্রীকৃষ্ণ মিলিলা অতি ধর্ম্মশীল
রাজা যুধিষ্ঠির সনে।
অর্জ্জুনের রথে সারথি হইয়া
রণভূমে যবে যান,
স্বজন-সমূহে নেহারি' অর্জ্জুন
যুঝিতে নাহিক চান।
'রাজ্য-সুখ-ধন করি' আকিঞ্চন
আমরা যাদের তরে ;
তাদেরে বধিয়া কি সুখ লভিব' ?
কৃষ্ণে কন সকাতরে।
"আত্মীয়-স্বজন করিয়া নিধন
রাজ্যে কিবা প্রয়োজন ?
স্বজনে নাশিতে নারিব মাধব
লভি যদি ত্রিভুবন।
দুর্য্যোধন-আদি মোরে বধে যদি
তবু সে মঙ্গলকর,"
একথা বলিয়া শোকেতে বসিলা
পরিহরি' ধনুঃশর।

কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের বিষাদযোগ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সকল সংশয়
ছেদিতে হইয়া রত,
সযতনে তাঁরে কহিতে লাগিলা
অমূল্যোপদেশ কত।
এই প্রসঙ্গেই শ্রীমদ্ভগবদ্
গীতা বিরচিত হয়,
গীতার অতুল উপদেশ, প্রাণে
শান্তি-সুধা বরিষয়।
কতিপয় তার সুনীতির সার
শুন সবে দিয়া মন,
যাহা শুনি' পরে ধরম-সমরে
ধনঞ্জয় রত হন।
"রিপু নাশিবারে আসিয়া সমরে
ত্যজ কেন ধনুর্ব্বাণ?
কৌরবেরা ক'বে "ধনঞ্জয় এবে
হ'য়েছে সভয়-প্রাণ।"
যাহাদের পাশে লভিয়াছ খ্যাতি
তাহারা ভাবিবে হীন,
অকীর্ত্তি অপার ঘোষিবে তোমার
রিপুগণে প্রতিদিন।
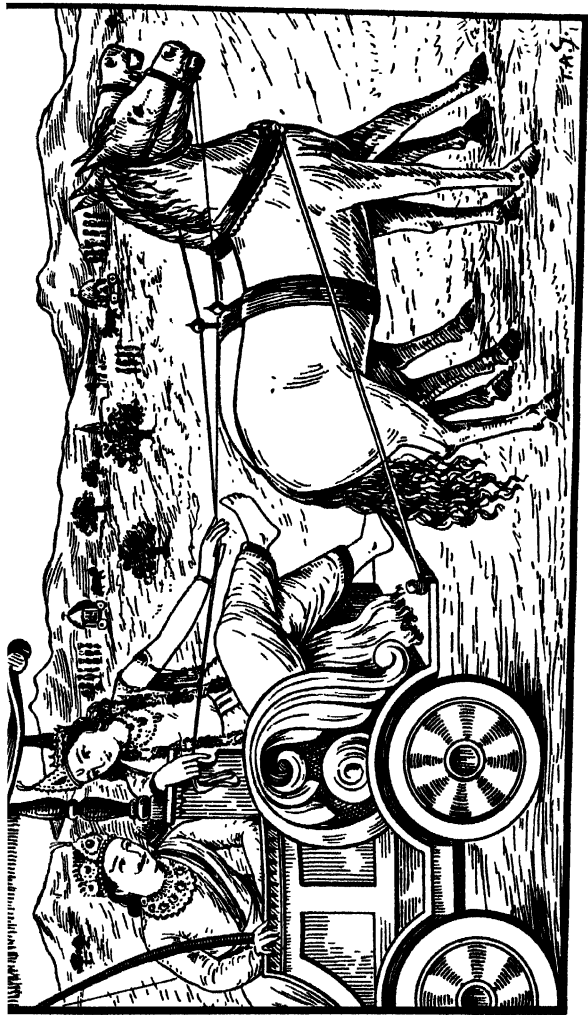
সে অকীর্ত্তিচয় মরণের চেয়ে
ক্লেশকর হবে তব !
ক্লৈব্য পরিহরি' ধরম-সমরে
রত হও কিবা কব।
কর্ত্তব্য ভাবিয়া কামনা ত্যজিয়া
করা হয় যেই রণ,
তাহাই জগতে ধরম-সমর
কহে যত জ্ঞানিগণ।
ক্ষত্রিয়ের কিছু নাহি শ্রেয়স্কর
ধরম-সমর হ'তে,
স্বরগে যাবার ইহা মুক্ত দ্বার
ভাবে তারা হরষেতে।
যত কর্ম্মফল সমর্পি' আমায়
কামনা রহিত মনে,
শোক পরিহরি' ধনুর্ব্বাণ ধরি'
রত হও তুমি রণে।
অনাসক্ত ভাবে করিলে করম
মুকতিও লাভ হয়,
লোক শিক্ষাতরে সদা কর্ম্ম করে
ভবে শ্রেষ্ঠ জনচয়।

মরিলে সমরে যাবে সুরপুরে
জয়ী হ'লে পাবে মহী,
অতএব তুমি রত হও রণে
এ যুকতি আমি কহি।
সুখ-দুঃখচয় জয়-পরাজয়
লাভালাভ সমজ্ঞানে,
কর যদি রণ পাপ কদাচন
পরশিবে নাক প্রাণে।
আমি সব করি কেবা কার অরি
কে কারে বধিতে পারে ?
ভুবনের মাঝে আপনার তেজে
আমি নাশি সবাকারে।
কর্ম্ম অনুসারে জগত-মাঝারে
সকলে জনম লভে,
করম যেমন ফলও তেমন
সকলেই পায় ভবে।
জীর্ণ ছিন্ন বাস ত্যজিয়া মানব
নব বাস পরে যথা,
পুরাতন দেহ পরিহরি' দেহী
নব দেহ লভে তথা।

দেহ নাশ হ'লে জীবের বিনাশ
ঘটে নাক কদাচন,
সকল বস্তুই আমার মূরতি
শুন সখে দিয়া মন।
তরু-মাঝে আমি অশ্বত্থ জানিও
নদী-মধ্যে সুরধুনী,
বেদ-বিশারদ ঋষিতে নারদ
মুনিতে কপিল মুনি।
গজে ঐরাবত বিহগেতে আমি
'গরুড়' এ নাম ধরি,
নরগণ-মাঝে নরপতি-রূপে
অসতে শাসন করি।
দানবের মাঝে ভকত প্রহলাদ
দেবে দেবরাজ হই,
গ্রহে দিবাকর তেজে বৈশ্বানর
আত্মারূপে দেহে রই।
নাগেতে অনন্ত মৃগেতে মৃগেন্দ্র
গিরিমাঝে হিমালয়,
পাণ্ডবের মাঝে তুমি মমরূপ
ধরিয়াছ ধনঞ্জয়।

মাসের মাঝারে মার্গশীর্ষ আমি
ঋতুতে কুসুমাকর,
এরূপে আমার অসীম বিভূতি
ব্যাপিয়াছে চরাচর।
আমা ছাড়া আর নাহিক কিছুই
আমি চরাচরময়,
সূত্রে মণি সম এ সকল মম
শরীরে গ্রথিত রয়।
'সমূহ জগৎ ভগবৎ-রূপ'
ইহা বুঝে জ্ঞানী নরে,
সহজেই নয় কঠোর সাধনে
বহু জনমের পরে।
করমে আসক্ত নহে বুদ্ধি যার
নাহি অহঙ্কৃত ভাব,
প্রাণী নাশিলেও পরঁশে না তায়
কভু বিনাশের পাপ।
সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণে মোহিত
জগতে মানবগণ,
পরাৎপর বলি' বুঝিতে আমারে
পারে নাক কদাচন।

ধরমের গ্লানি হয় হে যখনি
অধর্ম্ম উন্নতি লভে
অধর্ম্ম নাশিতে ধরমে স্থাপিতে
তখনি ত আসি ভবে।
আমার স্বরূপ জানিতে না পারি'
অবিবেকী জনচয়ে,
মনুষ্য বলিয়া মনে করে মোরে
ভ্রমে নিমগন হ'য়ে।
'অজ' বলি' মোরে বুঝিতে না পারে
মূঢ়গণে কদাচিত।
বিষয়-বাসনা বিবেক তাদের
করিয়াছে সমাবৃত।
সম্যক্-অতীত বর্ত্তমান আর
ভবিষ্যৎ সমুদয়,
আমি আছি জ্ঞাত প্রায়শঃ কেহই
মোরে অবগত নয়।
জরা-মরণাদি দুঃখ নিবারিতে
অভিলাষী হ'য়ে যারা,
সুসংযত মনে ভজে সদা মোরে
ব্রহ্মে জ্ঞাত হয় তারা।

করমের ফলে জনমিয়া জীব
করমেই পায় নাশ,
কালের মূরতি করিয়া ধারণ
আমি করি সবে গ্রাস।
সে মূরতি ধরি' হ'য়েছি নিরত
গ্রাসিবারে সবজনে,
তোমা বিনা আর থাকিবে না কেহ
সেনামাঝে মহারণে।
হেন মতে কত যোগের বচন
অর্জ্জুনেরে হরি ক'ন,
তথাপি প্রবোধ না মানিল সেথা
কিছুতে তাঁহার মন।
তখন কেশব কহিলা,—"এ সব
মৃতসেনা সুনিশ্চয়,
নিমিত্ত হইয়া যুঝ সব্যসাচি
বিষাদ উচিত নয়।
আগে হ'তে আমি বধিয়া সবারে
রাখিয়াছি রণ-মাঝ,"
কহিলা অর্জ্জুন "কৃপা করি' তবে
দেখাও আমারে আজ।"

দিব্য চক্ষু হরি করিলে প্রদান
তখন অর্জ্জুন বীর,
শ্রীকৃষ্ণ-শরীরে সমূহ জগৎ
দেখিতে পাইলা স্থির।
বহুল চরণ বহুল নয়ন
বহুল বদন তাঁর,
বহুল উদর বহু নাসা-কর
ব্যাপিয়াছে চারিধার।
অতীব করাল শির সুবিশাল
আকাশ পরশি' রয়,
রবি-শশিরূপে জ্যোতি ভরা চোখ
চরাচর উজলয়।
দীপ্ত হুতাশন— সদৃশ বদন
তাহে দন্ত অগণন,
অন্ত নাহি পান নিরখি' অর্জ্জুন
বিস্ময়াভিভূত হন।
দীর্ঘ বাহুচয় দিব্যায়ুধময়
নাভি মহার্ণব সম,
দিগন্ত বিস্তৃত জঙ্ঘা পদ যত
রোমরাজি তরূপম।

নিরখিলা হেন অস্থিচয় যেন
গিরিবর শত শত,
বদনের মাঝে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে
সমাগত সেনা যত।
ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ জয়দ্রথ আদি
রণপটু যত বীর,
পশিছে বদনে দশন-পেষণে
হ'য়ে বিচূর্ণিত শির।
রোমাঞ্চিত ভয়ে চমকিত হ'য়ে
স্তব স্তুতি কত করি'
বলিলা অর্জ্জুন স্বরূপ তোমার
জানাও আমারে হরি।
তখন শ্রীহরি আরো কৃপা করি'
স্বরূপ জানা'লে পর,
পার্থ ভীতভাবে কহিলা কেশবে
যুড়িয়া যুগল কর ;—
"তুমি সনাতন নিত্য নিরঞ্জন
অনাদি পুরুষবর,
অতি অপরূপ অসীম স্বরূপ
ব্যাপিয়াছ চরাচর !

ওহে অন্তর্য্যামি! সব জান তুমি
তুমিই জ্ঞাতব্য ধন,
বুঝিনু এবার তুমি সারাৎসার
নিখিলেশ নারায়ণ।
তুমি সূক্ষ্ম স্থূল, জগতের মূল,
অমিত শকতিমান্,
অনন্ত, দেবেশ, তুমি পরমেশ,
সর্ব্বরূপী সুমহান্।
তুমি সদসৎ, সমূহ জগৎ,
তাহারও অতীত তুমি!
তাই সিদ্ধ যত নমে অবিরত
তোমার চরণ চুমি'।
ব্রহ্মা আদি কভু, ধ্যানে যোগে প্রভু
তব সীমা নাহি পায়,
আমি অতি হীন চিনিব কেমনে
তুমি যে বিরাট্‌কায়।
তুমি যমানল, বায়ু তুমি জল,
বিধাতা প্রপিতামহ!
শত শতবার চরণে তোমার
প্রণমিব অহরহঃ।

ওহে ভব-ধব নমি অগ্রে তব
পশ্চাতে সমূহ দিশি,
অসীম বিক্রমে এ বিশ্ব ব্যাপিয়া
রয়েছ সকলে মিশি'।
মহিমা তোমার বুঝিতে না পারি'
সখা ভাবি' ভ্রমাবেশে ;
হে কৃষ্ণ, যাদব, হে সখা ! ব'লেছি
সমভাবে ভালবেসে।
হে জগৎপতি ! পূজনীয় অতি
তোমা সম কেহ নাই,
অবনত শিরে তব শ্রীচরণে
তাই দেব ! ক্ষমা চাই।
তনয়েরে ক্ষমে জনক যেমতি,
সুহৃদে সুহৃদ্ যথা,
করুণা করিয়া এই অধমেরে
ক্ষমা কর দেব তথা।
অপরূপ তব মূরতি নিরখি'
হইয়াছি অতি ভীত,
হে সহস্রবাহো ! চতুর্ভুজ হ'য়ে
কর মোরে হরষিত।

শ্রীহরি তখন অর্জ্জুনেরে কন
করিয়া অতীব স্নেহ,
যে পরম রূপ দেখা'নু তোমারে
দেখেনিক ইহা কেহ।
বেদ অধ্যয়নে, যজ্ঞ কিম্বা দানে,
উগ্রতপ আচরণে,
হেন রূপ ঘোর হেরেনিক মোর
তোমা বিনা কোন জনে।
হয়ো না ব্যথিত অথবা মোহিত
হেরি' এই কলেবর,
মম সেই রূপ কর দরশন
যাহা তব প্রীতিকর।"
ইহা কহি' হরি স্বীয় রূপ ধরি'
দাঁড়াইলা রথোপরে,
শঙ্খ চক্র আর গদা পদ্ম চারু
সুশোভিল চারি করে।
শিরে সুশোভন কিরীট ভূষণ
শ্রবণে কুণ্ডল রাজে,
গলে দিব্যমালা ইন্দ্রধনু যেন
সমুদিত মেঘমাঝে।

শ্রীবৎস কৌস্তুভ শোভে অপরূপ
কটিতটে পীতবাস,
নিরখি' অর্জ্জুন পূরিলা পুলকে
ঘুচিল সকল ত্রাস।
আশ্বাসিয়া পুনঃ কন হরি হেন
সৌম্য নররূপী হ'য়ে,
"হে সখা! অচিরে লভিবে বিজয়
উঠ ধনুর্ব্বাণ লয়ে।
সুদুর্দ্দর্শ ঘোর রূপ হেরি' মোর
হ'য়েছিলে ভীত অতি,
তাহা নিরখিতে দেবতাগণেও
অবিরত করে মতি।
ভক্ত তুমি মম সখা প্রিয়তম
সাহস দিবার তরে,
আত্ম-যোগবলে বিশ্বরূপ আজি
দেখানু করুণা ক'রে।
বেদ অধ্যয়নে তপ যজ্ঞ দানে
এ রূপ দেখা না যায়,
আমি কৃপা করে দেখাই যাহারে
সেই দেখিবারে পায়।

সদা মোর প্রতি * অনন্যা ভকতি
হৃদে যার বিরাজয়,
স্বরূপ আমার জানিয়া দেখিয়া
সে আমাতে প্রবেশয়।
সুসংযমী আর কর্ম্মযোগী হ'লে
এ ভকতি লভে লোক,
তাই বলি সখে কর্ম্মযোগী হও
থাকিবেনা কোন শোক।
মম তরে যার কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
জীবে দ্বেষহীন যেই,
মায়া মোহ ত্যজে সদা মোরে ভজে
আমারে লভয়ে সেই।"
পার্থ প্রীতিভরে কহিলেন পরে
"ওহে হরি শ্রীমাধব!
মৃত দেহে যেন পাইনু পরাণ
নর-রূপ হেরি' তব।
সুস্থ শান্তচেতাঃ হইনু এখন
ঘুচিল সকল ভয়,

---

* ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, এই বোধে ভগবানের উপর যে নিরতিশয় প্রীতি, তাহাই অনন্যা ভক্তি।

বুঝিলাম আমি ধর্ম্মে থাক তুমি ;
যথা তুমি, তথা জয়।
উপদেশামৃতে মায়া মোহে যত
ঘুচা'লে জগৎ-স্বামি !
হৃদয়ে থাকিয়া যাতে নিয়োজিবে
তাহাই করিব আমি।
এ কথা বলিয়া ধনুক ধরিয়া
সমরে হইলা রত,
কৌরবগণের বিপুল বাহিনী
করিতে লাগিলা হত।
কৃষ্ণ-মন্ত্রণায় হইলা বিজয়ী
সমরে পাণ্ডবগণ,
নতুবা তাঁহারা বিজয় লভিতে
নারিতেন কদাচন।
ধরম যথায় শ্রীহরি তথায় ;
যথা হরি, তথা জয়।
শাস্ত্রের বচন হইল সফল
বুঝিল মানবচয়।
অষ্টাদশ দিন সমরের পরে
জয়-শ্রী পাণ্ডবে ভজে,

আত্মীয়-স্বজন- সহ দুর্য্যোধন
সমরে জীবন ত্যজে।
কুপুত্রেতে কুল করে কলুষিত
সুপুত্রে সুযশে ভরে,
কুবৃক্ষ-অনলে দহে সর্ব্ব বন!
সুবৃক্ষেতে শোভা ধরে।
অধর্ম্মেতে নাশ, ধর্ম্মে পূরে আশ,
দেখাইয়া এই ফল,
নিভে চিরতরে কুরু-পাণ্ডবের
ভীষণ বিবাদানল।
এ যুদ্ধের শেষে উভয় পক্ষের
* বাঁচে মাত্র দশজন।
পাণ্ডবেরা পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ
করিলেন সমাপন।
মনোযোগসহ প্রভূত বিক্রমে
রাজ্য করি' সুশাসন,
দ্রৌপদীর সহ করিলা সকলে
স্বরগেতে আরোহণ।

---

* পঞ্চ-পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, ও কৃপাচার্য্য, এই দশজন জীবিত ছিলেন।

অভিমন্যু-সুত * পরীক্ষিতে তাঁরা
রাজাসন দিয়া যান ;
তাঁহার তনয় জন্মেজয় পরে
রাজ-সিংহাসন পান।
শতানীক নামে (১) জন্মেজয়-সুত
যথাকালে জনময় ;
বৎস দেশেতে কৌশাম্বী নগরী
রাজধানী তাঁর হয়।
বিষ্ণুমতী নামে পাটরাণী তাঁর
বহুবিধ গুণ ধরে ;
শাণ্ডিল্য মুনির যজ্ঞ-চরু খেয়ে
গর্ভবতী হন পরে।
যথা সময়েতে পুত্র প্রসবিলা
শ্রীসহস্রানীক নাম,
রূপে গুণে সেই মনোরম শিশু
উজলিলা রাজধাম।
অসুরের সনে সমরে সুরেশ
শতানীকে আহ্বানিলা ;

* পরীক্ষিৎকে।

(১) এই অংশ কথাসরিৎসাগর গ্রন্থ হইতে গৃহীত

তথা গিয়া নৃপ বহুল অসুরে
নিজ তেজে বিনাশিলা।
যম-দংষ্ট্র নামে অসুরের পতি
শতানীকহাতে মরে।
শতানীকো হায় এই সমরেতে
ত্যজিলা জীবন পরে।
এ সংবাদ পেয়ে হল শোকাকুল
কৌশাম্বীনিবাসিগণ ;
সচিব সমূহ সহস্রানীকেরে
স্নেহে দিলা রাজাসন।
অযোধ্যাধিপতি কৃতবর্ম্ম-সুতা
চারুশীলা "মৃগবতী।"
হরষে তাঁহায় করিলা বিবাহ
এই নব নরপতি।
রাণীর জঠরে জনমিল সুত
নাম তাঁর 'উদয়ন' ;
রাণী-সহ রাজা বনে গেলা শেষে
তাঁরে দিয়া রাজাসন।
উজ্জয়িনী-রাজ 'চণ্ড মহাসেন'
পরাক্রমী অতিশয়,

'বাসবদত্তা' নামে তাঁর সুতা
গুণে ঘর উজলয়।
উদয়ন সহ হইল বিবাহ
বাসরদত্তার পরে,
'নরবান দত্ত' * নামে এক সুত
এ রাণী প্রসব করে।
শিবের আশীষে এ নরবাহন
হন বিদ্যাধর-পতি,
বহু দিনাবধি রাজত্ব করিয়া
লভিলা সুযশ অতি।
অভিষেক-কালে পিতা উদয়ন
আসি' এঁর নিকেতনে,
'চন্দ্রবংশ আজি ধন্য হ'ল অতি'
ভেবেছিলা প্রীতমনে।
ত্রেতাযুগে যত ঘটিল ঘটনা
রামায়ণে আছে লেখা;
শ্রীমহাভারতে দ্বাপরযুগের
ব্যাপারাদি যায় দেখা।

* নরবাহন দত্ত।

ব্যাস-বিরচিত এ মহাভারত
আছে উপদেশে ভ'রে,
যত উপাখ্যান অমৃত সমান
প্রাণে সুখ দান করে।

(শিশুদের প্রতি উপদেশ)

পাণ্ডবের মত হ'য়ে গুণযুত
শিশু সবে লভ যশ।
ধৃতরাষ্ট্র-সুত সদৃশ হয়োনা
কভু ষড়্‌রিপু-বশ।
দেবব্রত আর কর্ণ সম সবে
পিতৃ-ভক্ত হও অতি,
যুধিষ্ঠির সম ধরমের পথে
সতত রাখিও মতি।
গুরুভক্ত আর জ্ঞানাসক্ত হও
একলব্যার্জ্জুন প্রায়,
ভারতের মুখ করহ উজ্জ্বল
জ্ঞানে বলে মহিমায়

সমাপ্ত।